প্রথম প্রকাশ : জুন/১৯৫৯



প্রকাশক :
শ্রীবামাপদ বসু
৪৪ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা-৯



মুদ্রক :
শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র
ভিনাস্ প্রিণ্টিং ওআর্কস্
৫২-৭ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নিবেদন

একদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' পড়ার পর অলস মনে তাঁর উদ্ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ করবার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখলুম সেটি একটি পূর্ণ শ্লোক নয়—শ্লোকার্ধ মাত্র। এটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে খুঁজতে গিয়ে পেলুম সেই বহুজন-নিন্দিত আর বহুতর-জন-বন্দিত শতশ্লোক-সমষ্টি অমরুশতক কোষ-কাব্যখানি। এর গোটা কয়েক শ্লোক অনুবাদ করবার পর আমার আগ্রহে শৈথিল্য এলো—লেখাগুলো খাতার পাতার মধ্যে অনাদৃত হয়ে প'ড়ে রইল। একদিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চাটুর্জ্যের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এই অনুবাদের কথা তুলি। সেখানে তখন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন উপস্থিত ছিলেন। এঁদের দুজনের আগ্রহাতিশয়ে বাকী শ্লোকগুলির অনুবাদ সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ করলুম।

বইখানির নামেই প্রকাশ যে এটি একশত শ্লোকে গাঁথা সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। কিন্তু যে ক'টি সংস্করণ আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার মধ্যে দুখানিতে শত সংখ্যার অনেক বেশী শ্লোক দেওয়া আছে। এর কতকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাতন সাহিত্যের ভিতর অনধিকার প্রবেশ ক'রে জ্ঞাতিত্বের দাবীতে যারা বসে আছে তাদের খুঁজে বার করতে পারেন এমন দক্ষ ব্যক্তির আবির্ভাব এখনও হয়নি। আমি আমার রুচিমত বেছে নিয়ে শত সংখ্যা পূর্ণ করেছি। তবে শূন্যাঙ্ক দিয়ে সমাপ্তির ছেদ টানা ভারতীয় সংস্কার বিরুদ্ধ ব'লে অতিরিক্ত আরও কয়েকটা সংযোজিত করলুম।

এই কাব্যে ধারাবাহিক একটা কোনো বিবরণ নেই। এর একটা শ্লোকের সঙ্গে অন্য শ্লোকের কোন সংযোগও নেই। কোনো শ্লোকে কোনও ঘটনার চিত্র আঁকা, কোনো শ্লোকে মনের একটা বিশেষ ভাবের বর্ণনা, আবার কোনওটিতে বা অবস্থা-উপযোগী কোনও করণীয় বিষয়ের উপদেশ দেওয়া আছে। শিল্পী মণিকার যেমন মূল্যবান পাথরের উপর উদ্‌গত-কারু-কার্যে ছোট্ট একটি অপরূপ ছবি কেটে তোলেন, অমরুশতকের নিপুণ কবি তেমনি চারপংক্তির ছন্দোবন্ধে এক একটি ভাবের অনবদ্য ছবি এঁকে দিয়েছেন। এ গুলি সবই সেই রসশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার রসের ছবি। এই রসধারাই শ্লোকগুলির মাঝে সূত্রের মতন হ'য়ে অপূর্ব রত্নহারটিকে গেঁথে রেখেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে অমরুশতক-এর স্থান খুব উঁচুতে। আলংকারিকেরা আর অভিধানকর্তাগণ এ থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করেছেন। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথকে এর 'মৃদঙ্গাঘাত-গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে-যে ঘুরাইয়াছে' তা তাঁর জীবনস্মৃতির পাতায় পাই। 'সম্ভাষণ'-এর নায়িকা বর্ণনায় অমরুশতকের স্রগ্ধরা, শিখরিণীর ছন্দহিল্লোল তাঁর মনকে উদ্বেলিত করেছিল। কিন্তু সংস্কৃত-না-জানা পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে এর পরিচয় নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হ'বে না। আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যদি রসপিপাসু তাঁরা কিছুমাত্র আনন্দ পান তা হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করব।

॥ উৎসর্গ ॥

তোমার

অরুণ-রাঙা বসনাঞ্চলে

মহাকবিদের চিত্তকমল-বনে
তরুণ-অরুণ-কিরণলেখা যে তুমি।
তাহার অর্ঘ্য রচিছে যে-জন মনে
সেই-যে রাঙায় রসিকের মনোভূমি-
আদিম রসের মাধুরী বিথারি
বাণীর চরণ-কমল চুমি ॥

শঙ্করাচার্যের আনন্দ-লহরী
অবলম্বনে। শ্লোক ১৬

॥ অমরুশতক ॥

"অমরুশতক"-এর একশ'টি সংস্কৃত শ্লোক ভারতীয় সাহিত্যের একটি রত্ন-সম্পুট, আর পৃথিবীর সাহিত্যে নর-নারীর ভালোবাসার কথার এমন অনবদ্য সুন্দর প্রকাশ খুব কমই পাওয়া যায়। এই ভালোবাসা সহজ সরল ঘরোয়া জীবন নিয়ে, এর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বা অতিমানবিকতা প্রভৃতি জটিল কঠিন ব্যাপারের অবতারণা নেই। নর আর নারীর —এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তরুণ পতি আর তরুণী পত্নীর— দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে, পুরুষ আর প্রকৃতির মৌলিক লীলার আধারে—যে মাধুর্য্য আর যে সৌন্দর্য্য, যে আকূতি আর যে রমন্যাস সামাজিক পটভূমিকার আবেষ্টনীর মধ্যে সব দেশেই গড়ে উঠেছে, তার এক অপূর্ব প্রকাশ প্রাচীন ভারতের কল্প-লোকের ছায়ায় এই মনোহর কবিতা কয়টির মধ্যে ধ'রে দেওয়া হ'য়েছে। প্রাচীন ভারতের মানুষ—আর্য্য আর অনার্য্য আর মিশ্র সব শ্রেণীর মানুষ—মিলিত ভাবে যে সভ্যতা যে সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলেছে, তার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য জৈন বৌদ্ধ, আর্য্য দ্রাবিড় নিষাদ কিরাত নির্বিশেষে সব স্তরের সমাজে চিন্তা-ধারা আর জীবন-ধারাকে যথাক্রমে 'ভারত-ধর্ম' আর 'ভারত-যান' আখ্যা দেওয়া যায়, এক কথায় একে 'ভারতীয়তা' (ইউরোপীয় সংজ্ঞায় Indianism) বলা যায়। এই ভারতীয়তার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হ'চ্ছে

এর অন্তর্দৃষ্টি অথবা 'আধ্যাত্মিকতা'। মন ও বাক্যের অতীত এক অজ্ঞাত অথচ নিখিল-জন-চিত্তের বাঞ্ছিত শাশ্বত সত্তায় বা সত্যে আস্থা এই ভারতীয়তার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। এই শাশ্বত সত্যের স্বরূপ জানা যায় না, কিন্তু সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ এই সত্যেরই মধ্যে নিহিত; এই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-ই হ'চ্ছে সমগ্র অস্তিত্বের নিধান। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের সাধন—এই ভারতধর্ম আর ভারত-যানে মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—মানুষের "পুরুষার্থ" ব'লে স্থির করা হ'য়েছে। এই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই "চতুর্বর্গ"র মধ্যে একটিও উপেক্ষণীয় নয়। দক্ষিণ-ভারতের তমিল মহিলা-কবি ঔবৈয়ার, প্রায় ১৮০০ বছর পূর্বে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের সূত্রাকারে সংজ্ঞা তমিল ভাষায় একটি ছোটো কবিতায় এইভাবে দিয়ে গিয়েছেন—"দান বা ত্যাগই 'ধর্ম' পাপ ছাড়া আর সব কিছুর সংগ্রহ করাই 'অর্থ'।" দুজনের অর্থাৎ পতি-পত্নীর মনে সদাসর্বদা বর্তমান প্রেমকে নিয়ে যে আশ্রয় আর তা থেকে যা লাভ হয়, তাই হ'চ্ছে 'কাম'; আর এই তিনটির উপরে অবস্থিত যে পরম সত্তা বা সত্যকে চিন্তা করা যায়, সেইটিই হ'চ্ছে মহাসুখ-ধাম-স্বরূপ 'মোক্ষ'।"

সুতরাং জীবন-নীতির অন্যতম পরিপূরক 'কাম'-কে বর্জন ক'রে কেবল আধ্যাত্মিকতার সাধন কোনো কালেই ভারত-ধর্ম ছিল না। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ যা ব'লেছেন তা ঈশ্বর-বাণী ব'লে গৃহীত—"সৃষ্টির রক্ষার জন্য জীবের সৃষ্টি যা-দ্বারায় হয়, আমিই সেই 'কাম'।" ভারতীয় সভ্যতা এ হিসেবে Life-denying বা Life-negating ছিল না, ছিল পূর্ণরূপে

॥ দুই ॥

Life-asserting. ভারতের শিল্পে—ভাস্কর্য্যে চিত্রে কাব্যে কবিতায় —তার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্যে আর চিত্রকলায়, নর-নারীর দেহাশ্রয়ী প্রণয়-লীলাকে জুগুপ্সিত বা ঘৃণ্য ক'রে দেখাবার চেষ্টা হয় নি, তাকে উপেক্ষা করা হয় নি, বরঞ্চ জীবনে তার অবশ্যম্ভাবিতা আর অপরিহার্য্যতা মেনে নিয়ে তার অতি সহজ সাবলীল রূপায়ণ দেখানো হ'য়েছে, আর বিশ্ব-শিল্পে সেই রূপায়ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে, হ'চ্ছে, ভবিষ্যতে আরও হবে।

"অমরুশতক"-এর শ্লোকগুলিকে এই দাম্পত্য-জীবনাশ্রয়ী কাম-লীলার আর তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে অচ্ছেদ্য-রূপে সংগ্রথিত romance বা রমন্যাসের প্রকাশক একটি রত্নহার বলা চলে। "অমরুশতক"-এর প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকে সার্থক ও আনন্দময় দাম্পত্য প্রেমের বিভিন্ন ও বিচিত্র পরিবেশের বা অবস্থানের উজ্জ্বল চিত্র আমরা পাই। আমরা সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, জীবনের অন্যতম কাম্য বস্তু পতি-পত্নীর একাত্মতার প্রসঙ্গ আমাদের সকলেরই ভালো লাগবার কথা। বৈদিক ঋষি উষাদেবীর আবাহনের অনিন্দ্য-সুন্দর কবিতাগুলির একটিতে বলেছেন—"নোধাঃ ইব আবির্ অকৃত প্রিয়াণি", হে উষাদেবী, কবি যেমন আমাদের প্রিয়বস্তু তাঁর রচনায় ধ'রে দেন, তেমনি তুমিও আমাদের কাছে প্রিয় এই দ্যুতিময় জগৎকে উদ্ভাসিত ক'রে প্রকাশ ক'রে দিয়েছ। অমরু কবি, অন্যান্য সমস্ত বড়ো কবির মতন আমাদের সকলের কাছে প্রিয় এই দাম্পত্য-প্রণয়ের বিচিত্র কাহিনী ছোটো-ছোটো কবিতাময় চিত্রের মধ্যে প্রকাশিত ক'রে দিয়েছেন।

"অমরুশতক"-এর প্রচার আর জনপ্রিয়তা বাঙলা দেশের মধ্যে ততটা হয় নি—এর কারণ বোধ হয়, "মেঘদূত" আর "গীতগোবিন্দ" এই দুই সুন্দর রচনার আওতায় "অমরুশতক" প'ড়ে গিয়েছে। অমরু কবি কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, ভারতের কোন্ অঞ্চলের লোক ছিলেন, তা জানা যায় না। তবে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের যুগের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের কোনও সময়ের মানুষ ছিলেন তিনি। ভাস কালিদাস বাণভট্ট ভবভূতি ভারবি ভর্তৃহরি রাজশেখরের মতন তাঁর সময়ে ভারতের সভ্যতা আর সামাজিক জীবন এক সুউচ্চ গৌরবময় আর আনন্দময় অবস্থানের মধ্যে ছিল। খ্রীষ্টীয় ৮০০র দিক্‌কার সংস্কৃত লেখক বামন, অমরুর রচিত তিনটি শ্লোক উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন, সুতরাং অমরু ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার মানুষ ছিলেন। অমরুর অন্য কোনও ঐতিহাসিক পরিচয় নেই। একটা গালগল্প প্রচলিত আছে যে অমরু ছিলেন শঙ্করাচার্য্যের সময়ের (আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)। শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন, কামশাস্ত্র তাঁর অজ্ঞাত ছিল, এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার জন্য তিনি নাকি অমরু রাজার দেহ আশ্রয় করেন, এবং এই সময়ে তিনি "অমরুশতক"-এর কবিতাগুলি রচনা করেন। এই গল্পের পিছনে কেবল এই কথাটুকু পাচ্ছি যে অমরুর কবিতার লোক-প্রিয়তা, আর প্রণয়লীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় আর বিশ্লেষণে তাঁর সম্পূর্ণ সাফল্য সকলেরই কাছে স্বীকৃত হয়েছিল।

অমরুর কবিতার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষ করবার চেষ্টা ক'রবো

না—এ অনুভূতির বিষয়, এ বুঝিয়ে' দেবার বিষয় নয়। আর এই ক্ষুদ্র ভূমিকার উদ্দেশ্যও তা নয়। কবিতাগুলিতে যে সার্থক রসসৃষ্টি হয়েছে, তা সহৃদয় সাহিত্যরসিক বা জীবন-রস-রসিক যিনিই এইগুলি আস্বাদন ক'রবেন তিনিই স্বীকার ক'রবেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু যে বাঙলা অনুবাদ করেছেন তাতে মূল সংস্কৃতের সৌন্দর্য্যের হানি হয় নি—বরঞ্চ বাঙালী পাঠকের বোধগম্য আর রুচির অনুসারী ক'রে জিনিসটিকে বাঙালীর কাছে আরও উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন।

মূল কবিতাগুলিতে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ঘরোয়া জীবনের অন্তরঙ্গ, এমন কি অন্তরতম একটি দিকের নিখুঁত ছবি পাচ্ছি। প্রাচীন ভারতের—আর কেবল প্রাচীন ভারতের নয়, আধুনিক ভারতেরও—আর অন্য সমস্ত দেশের দাম্পত্য-প্রেমের জগতেরও—মনন চিন্তন আর করণের প্রতিফলন এখানে আছে। এইজন্য এইরূপ কবিতার একটা বিশ্বজনীন আবেদনও আছে। কালিদাসের "মেঘদূত", আর "ঋতুসংহার", ভর্তৃহরির "শৃঙ্গারশতক", জয়দেবের "গীতগোবিন্দ", বিল্হণ কবির "চৌরপঞ্চাশিকা"-র মতন "অমরুশতক"-ও স্বদেশের আর বিদেশের বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রেমীর উপভোগ্য আর উপজীব্য। প্রাচীন ভারতের জীবনের মধ্যে নিহিত বিশ্ব-মানবিকতার পরিচয় এতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের সাময়িক কবিতার সম্বন্ধে যে মন্তব্য ক'রে গিয়েছেন, তার যৌক্তিকতা অমরুর শ্লোক

কয়টি থেকেও প্রমাণিত হয়। অমরু লিখে গিয়েছেন সংস্কৃতে। মুখ্যতঃ দেবভাষার কল্যাণে তাঁর কবিতা অমর হ'য়ে আছে। জনসাধারণের কথ্য প্রাকৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতে যাঁরা কবিতা লিখে গিয়েছেন তাঁদের অনেকের কৃতি মহাকালের সভায় টেঁকে নি। অবশ্য রাজদরবারের উৎসাহ পেয়ে হালের "গাথাসপ্তশতী"-র মতন প্রাকৃতে লেখা কবিতার বইখানি ভারতীয় সাহিত্যে তার বিশেষ একটি স্থান ক'রে নিয়েছে, কিন্তু আমরা এ-যুগে তার সংস্কৃত ব্যাখ্যা বা ছায়া প'ড়েই মুখ্যতঃ তার রস আস্বাদন ক'রে থাকি। প্রাকৃতে রচিত কবিতা ছিল যেন সাময়িক অভাব মেটাবার জন্য দীপাবলীর উৎসবের মাটির প্রদীপের মতো—সাময়িক কৃত্য শেষ ক'রে উৎসবান্তের অনাবশ্যক বস্তুসম্ভারের মত পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার কবিতা—সমগ্র ভারতের বিদগ্ধজনের বোধগম্য ভাষায় রচিত ব'লে, তার মর্য্যাদা ছিল স্বর্ণ-প্রদীপের মত। অমরুর এই স্বর্ণ-দীপালি "অমরুশতক" সেই জন্য আজও সমাদৃত।

অমরুর কবিতা রুচিবাগীশদের নীতিবোধকে পীড়া দেবে। এমন কি, কেউ-কেউ এই কবিতার উপর অশ্লীলতা দোষই আরোপ ক'রবেন। কিন্তু নৈসর্গিক ব্যাপারে শ্লীল-অশ্লীল কোথায়? এই কবিতাগুলি থেকে অশীতিবর্ষীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু কি ভাবে রস পেয়েছেন, তা এই ছিয়াত্তর-বছর বয়সের উপস্থিত ভূমিকা-লেখক তার কিছুটা প্রণিধান ক'রতে পারে। বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর "মায়ার খেলা" নবীন সংস্করণে হাত দেন, আর মনোহর নোতুন নোতুন প্রেমের

কবিতা আর প্রণয়-লীলার গাথা লেখেন, যখন "পরিশোধ" -এর মত যৌবন-কালে তাঁর নিজের সৃষ্ট অপূর্ব-সুন্দর কাব্যকথাকে তার চেয়েও আরও সুন্দর "শ্যামা" গীতি-নাট্যে বা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন, তখন তাঁরও মনে যৌবনের আহ্বানময় নরনারীর প্রেমের শাশ্বত আবেদন কাজ ক'র্‌ছিল। তিনি বস্তুটিকে দেখেছিলেন, মানব-প্রেমিক রসবেত্তা আর রসস্রষ্টার উপযোগী উর্ধ্বলোক থেকে—যেখানে সৌন্দর্যবোধ আছে, কামনা নেই। জীবনে একটা সময় আসে যখন মানবী-লীলার সম্বন্ধে একটা অসীম অনুকম্পা, একটা স্নেহ আর প্রীতির ভাব আসে। সেটা কতকটা ব্যক্তি-গত স্মৃতি-সৌরভ-পূত, আবার কতকটা নির্বৈয়ক্তিক, এমন কি কতকটা যেন অতিমানবিক ব্যাপার। বাঙলার বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও বৃদ্ধবয়সে বাৎস্যায়নের "কামসূত্র"-র বাঙলা অনুবাদ ক'রেছিলেন, তখন তিনি তার একটু কৈফিয়ৎ-ও দিয়েছিলেন, কেন বৃদ্ধ বয়সে কামসূত্রের অধ্যয়ন আর অনুবাদে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল। আমার মনে হয়, মানবের প্রতি প্রীতি অটুট থাকলে, detached বা নির্লিপ্ত ভাবে মানব জীবনের এই অন্যতম চরমতত্ত্ব আর তথ্য সম্বন্ধেও এইরূপ একটা রহস্যানুভূতিময় আনন্দময় আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক।

এই শতকের কবিতাময় অনুবাদখানির মুখ্য উদ্দেশ্য, যোগ্যপাত্রের কাছে এই বিচিত্র আনন্দময় মানবলীলার সূক্ষ্ম সহানুভূতিপূর্ণ আবেদন পৌঁছে দেওয়া। সংস্কৃত থেকে অনুবাদের কাজে বন্ধুবর পূর্বেই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, যেমন

তাঁর ভাস-এর কয়েকটি নাটক অনুবাদে। মনে হয় অনুবাদক হিসেবে তিনি সফলকাম হ'য়েছেন, আর তাঁর এই অনুবাদময় রস-সর্জনা বহুকাল ধ'রে বাঙালী পাঠককে আনন্দ দেবে, মুগ্ধ ক'রে রাখবে।

আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমি মহাকবি অমরুর কয়েকটি শ্লোকের সঙ্গে পরিচিত হই। বোধ হয় যেন ১৩২২ সাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে বৈষ্ণব পদাবলীর মহামূল্য মঞ্জুষা পদকল্পতরু প্রকাশিত হইতেছিল। সম্পাদন করিতেছিলেন পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়। সতীশ-চন্দ্রের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসজ্ঞতা ছিল অনন্যসাধারণ। পদকল্পতরু সম্পাদন করিতে গিয়া কোন কোন পদের তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য রায় মহাশয় কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, যোগ-বাশিষ্ঠ, মহানাটক, মেঘদূত, শৃঙ্গার-তিলক, অমরুশতক, কুট্টিনী মতম্, আর্য্যাসপ্তশতী, শ্রীগীতগোবিন্দ, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় অমরুর একটি শ্লোকাংশ ও দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত ছিল। তাহার পর হইতেই মহাকবি অমরুর সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হয়। আমি ঢাকা হইতে বন্ধুবর ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সঙ্গে রায় মহাশয়কে প্রণাম নিবেদন করিতে ধামগড়ে যাই। ভট্টশালী ঢাকায় ফিরিয়া যান। আমি কয়েকদিন রায় মহাশয়ের সঙ্গে অতিবাহিত করিয়া পুনরায় ঢাকায় যাই। সেই সময় রায় মহাশয় অপরাপর কবিদের সঙ্গে বিশেষ করিয়া দুইজন কবির কয়েকটী শ্লোক ব্যঞ্জনা সহ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। একজন মহাকবি অমরু,

অপর জন মহাকবি গোবর্দ্ধন—আর্য্যাশপ্তসতীর রচয়িতা। পরে আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে অমরুর বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অমরুর একশতটী শ্লোক ধারাবাহিক ভাবে কোথাও পাই নাই।

আমার এই ভাগ্যহত জীবনে বন্ধু-ভাগ্যের তুলনা হয় না। আমার এমন বন্ধুও আছেন যাঁহার অবদাত খ্যাতিপ্রবাহ বিপুলা পৃথিবীতে তরঙ্গায়িত হইয়া নিরবধি কালে সাবলীল বৈশিষ্ট্যে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। আমি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম করিতেছি। তাঁহারই গৃহে পরিচিত হই শ্রীবামাপদ বসু মহাশয়ের সঙ্গে। বসু মহাশয় শ্রীসুনীতিকুমারের বাল্যবন্ধু। তিনি মহাকবি ভাস প্রণীত মধ্যমব্যায়োগ, স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিমা-নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গগত নাট্যকার বন্ধুবর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ নাটক দুইখানি মিলাইয়া "বাসবদত্তা" রচনা করিয়াছিলেন। সেই সময় ভাসের মূল নাটক আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বসু মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। নাটক তিনখানি পড়িলাম। অনুবাদ অনবদ্য হইয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম বসু মহাশয় অমরুর কয়েকটী শ্লোকের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। অত্যন্ত কৌতূহল হইল, ভাবিলাম এই বার বুঝি আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইবে। শ্রীগীত-গোবিন্দের অনুবাদ করিতে গিয়া দেখিয়াছি—মেঘদূত, শ্রীগীত-গোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ ভাষান্তরিত করা প্রায় দুঃসাধ্য-সাধন। গদ্যে যদিই বা কিছুটা মূলের রস পরিবেশন করা যায়,

পদ্যানুবাদে সে আশা দুরাশা। কিন্তু বসু মহাশয়ের পদ্যানুবাদ পড়িলাম, বার বার মূলের সহিত মিলাইলাম—দেখিলাম অনুবাদ প্রায় মৌলিক কবিতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। আচার্য্য সুনীতিকুমার এবং আমি অনুরোধ করিলাম অমরুর শত কবিতার অনুবাদ শেষ করুন, আর সে অনুবাদ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করুন। বসু মহাশয় আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

অমরুকে লইয়া নানা আখ্যান উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একটী উপাখ্যান—পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর, মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী উভয়-ভারতী বিচারকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিশ্র মহোদয় পরাজিত হইলেন, উভয়-ভারতী বলিলেন আমি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী, আমাকে পরাজিত না করিতে পারিলে আচার্য্যের বিজয়লাভ সম্পূর্ণ হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর পুনরায় তর্কযুদ্ধে সম্মত হইলে উভয়-ভারতী কাম-কলার কথা উত্থাপন করিলেন। আ-কুমার সন্ন্যাসী কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া এক মাসের সময় চাহিয়া লইলেন। উভয়-ভারতী এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে ফিরিবার পথে আচার্য্যদেব দেখিলেন মৃগয়া-গমনোন্মুখ রাজা অমরু অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অমাত্যগণ, মহিষীগণ মৃতদেহ ঘিরিয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন। তিনি শিষ্যগণকে নিজ দেহ রক্ষার আদেশ দিয়া কায়প্রবেশ-বিদ্যা প্রভাবে মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিলেন। 'জীবিত' রাজাকে লইয়া অমাত্যগণ আনন্দসহকারে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। একমাস কাল মহিষীগণের সঙ্গে বিহারে

কামকলার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়পূর্ব্বক আচার্য্যদেব স্বদেহে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। বলা বাহুল্য এবার উভয়-ভারতী বিচারে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। অমরুশতক নামে পরিচিত কবিতাগুলি রাজদেহে-প্রবিষ্ট আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বহু পণ্ডিত স্বীকার করেন সাধকগণের আলোচিত আনন্দলহরী-স্তোত্র আচার্য্য শঙ্করের রচিত। অনেকদিন পূর্ব্বের কথা, পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের আচার্য্যদেবের সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি পরম্পরা-গত ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়া আনন্দলহরীর রচয়িতারূপে আচার্য্য শঙ্করের নাম অনুমোদন করিয়াছিলেন। আনন্দলহরী-স্তোত্রে শ্রীহরপার্ব্বতীর বিলাস-লীলার দুই একটী চিত্র রূপায়িত রহিয়াছে। অপ্রাকৃত জগতের হইলেও প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রণয়-লীলার সঙ্গে তাহার বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আনন্দলহরীর একটী শ্লোক তুলিয়া দিলাম।

মৃষা কৃত্বা গোত্রস্খলনমথ বৈলক্ষ্যনমিতং
ললাটে ভর্ত্তারং চরণযুগলং তাড়য়তি তে।
চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা
তুলাকোটিক্বাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণা ॥ ৮৭ ॥

ভগবান মহাদেব মিথ্যা গোত্রস্খলনে অর্থাৎ রহস্যচ্ছলে অন্য রমণীর নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে লজ্জানত শিব ললাটে তুমি পদাঘাত করিয়াছিলে। সেই সময় তোমার

নুপূর-নিক্কণ শুনিয়া মনে হইয়াছিল, মহেশবৈরী মদন, হর-নয়নাগ্নির দাহজনিত অন্তঃশল্য উন্মূলিত হইল ভাবিয়া উচ্চকণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

সুতরাং অমরুশতক আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া যে প্রবাদ শুনিতে পাই তাহার মূলে সত্য যদি বা না—ই থাকে, তথাপি তাহা হইতে এই সত্য আবিষ্কারে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না যে অমরু নামধেয় কবি মহাকবি ছিলেন। অতুলনীয় কবিত্বশক্তির অধিকারী অমরুর দৃষ্টি ছিল ঋষি-দৃষ্টি। যে বৃত্তি নিখিল নরনারীর—তথা দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসের আদিমতম হৃদয়বৃত্তি, যে চিরন্তন বৃত্তির অনিন্দ্যসুন্দর মনোহারী বৃন্তে সৃষ্টির শতদল বিকশিত হইয়াছে ও বিধৃত রহিয়াছে, অমরু সেই বৃত্তির অনুশীলনে বিশেষজ্ঞের আসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুভূতি ছিল সুন্দর অতএব পবিত্র—ছিল আবেগ-চঞ্চল, তীক্ষ্ণ ও তীব্র, অথচ অতি সুকুমার কুসুম-পেলব। নরনারীর—যুবক-যুবতীর চির সাথী, তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশকুশলী এই কবির প্রকাশ-চাতুর্য্য ছিল অনবদ্য। তাই অমরু নিত্য-নূতন। দেশ কালের গণ্ডি তাহাকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারে নাই।

কেহ জানে না অমরু কে? কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল। কিন্তু অমরুর নামে প্রচলিত কবিতাবলী আজিও রসিক-জনের চিত্তকে আমোদিত করিতেছে। যেমন অমরুর রচনা-কাল লইয়া মতভেদ আছে তেমনই রুচিভেদে অমরুর রচনাবলী লইয়াও নিন্দা-প্রশংসার স্রোত পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে।

অনেক শুচিবায়ুগ্রস্ত রুচিবাগীশ অমরুকে অশ্লীল বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ইহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। মহাকবি রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন কাহারো কাহারো নিকট অশ্লীলতার অজুহাতে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। আজিও তাহাদের উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটে নাই। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী নিজ সঙ্কলিত পদ্যাবলীর মধ্যে ২২৪, ২৩০, ২৩২, ২৩৮ ও ৩১৮ সংখ্যায় অমরুর পাঁচটি শ্লোক * উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রজবধূগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার অবস্থা-বিশেষ বুঝাইবার জন্যই তিনি শ্লোকগুলি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। অমরুর পবিত্রতা বিষয়ে ইহা আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে উল্লেখ করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা উদার মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদেরই হৃদয়োদ্যান হইতে কুসুম চয়ন করিয়া বহুদিন পূর্ব্বে এক কবি কেমন সুন্দর সরস ও মনোহারী মাল্য গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেখিতে পাইবেন, অমরুর মনোবিশ্লেষণ, শব-ব্যবচ্ছেদ নহে। ধমনীর স্পন্দন-জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এক কবিরাজ কতকগুলি শ্লোকে নরনারীর জীবনের কিয়দংশের পরিমাপ রাখিয়া গিয়াছেন। দেখিতে পাইবেন তুলাদণ্ড পৃথক হইলেও মানব হৃদয়ের মাণ নির্ণয়ে তাঁহার দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

অনুবাদ তুলিয়া দিয়া গ্রন্থের মর্য্যাদা হানি করিব না। পাঠক-পাঠিকাগণকে—বাঙ্গালার তরুণ-তরুণীবৃন্দকে গ্রন্থখানি

---

* এই পুস্তকের পর্যায়ক্রমে ২৭, ৭৫, ৮৫, ৮৭ এবং ৩০ সংখ্যক শ্লোক।

আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। সুরসিক সতীশচন্দ্র রায় বৈষ্ণব কবিতার যে দুইটি পদের তুলনামূলক আলোচনায় অমরুর দুইটী পূর্ণাঙ্গ শ্লোক তুলিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই দুইটী কবিতা ও অমরুর দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমার শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ণাঙ্গ করিতেছি। প্রণয়-কুতুক মানব হৃদয়ের ভাব নিবহের সঙ্গে যে মহাজনগণ রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর—ব্রজবধূগণের কামগন্ধহীন দিব্যানুভূতির যথা কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যও মিলিতে পারে, অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের অক্ষয় সরোবর বিনিঃসৃত পঞ্চমুখী অববাহিকার রসধারার কণামাত্র লাভ করিয়াই যে অখিল জগতের অগণিত নরনারীর জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছে, উদ্ধৃত পদাবলী ও শ্লোক হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বসু মহাশয়ের সুদীর্ঘ জীবন কামনা পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা, অমরুশতকের অনুবাদই যেন তাঁহার শেষ রচনা না হয়।

হিম নিশি দিশি দিশি বহু বাত
হিমকর শীকর নিকর নিপাত
মদন-জলধি জলে তঁহি দেই ঝাঁপ
বিমল শ্যাম তনু থরহরি কাঁপ
সুন্দরি দূরে কর কপট শয়ান
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি
সুখময় সেজ বিদীঘল রাতি
তুঁহু হেন নাগরি হরি হেন নাহ

ধনি ধনি মনসিজ রস নিরবাহ
শুনইতে ঐছন সহচরি বোল
মধুরিম হাসি গোরী তনুমোড়
হরি পরিপূরিত মানস কাম
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগাম

কাঞ্চ্যা গাঢ়তরাববদ্ধবসনপ্রান্তা কিমর্থং পুন-
মুগ্ধাক্ষী স্বপিতীতি তৎ পরিজনং স্বৈরং প্রিয়ে পৃচ্ছতি।
মাতঃ সুপ্তিমপীহ লুম্পতি মমেত্যারোপিতক্রোধয়া
পর্যস্য স্বপনচ্ছলেন শয়নে দত্তোঽবকাশস্তয়া ॥ *

ঝাঁপল উতপত লোরে নয়ান
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি
তনু মন দুহু মুঝে দেয়ত সাখী
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়
বজরক বারণ করতলে হোয়
জানলুঁ রে সখি মৌনকে ওর
পিয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড়
গমনক সময়ে বিরোধ জনি কোয়
পিয়াক অমঙ্গল যৈছে না হোয়
সময় সমাপন কি ফল আর
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান
পিয়া পরদেশি কাহে রহ প্রাণ

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাস্থিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বৈঃ সমং প্রস্থিতং
গন্তব্যে সতি জীবিত প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কিমুৎসৃজ্যতে॥ +

* ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য॥ + ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

"অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হ'ক, স্রগ্ধরায় হ'ক—
ওকে তো ঠিক মানাত।"

শ্যামলী
॥ রবীন্দ্রনাথ ॥

"অমরুক কবেরেকঃ শ্লোকঃ প্রবন্ধ শতায়তে।"
এক শ্লোক অমরু কবির
শত সংখ্যা সন্দর্ভ সমান।

অমরুশতক



শ্রী

অমরুশতক

কবিবরের আশীর্বাণী ॥

কটকামুখেতে বদ্ধ ঈশানীর হস্তখানি
ধনুকের মৌর্বী আকর্ষণে।
অঙ্গুলীর অগ্রভাগে নখ হ'তে অংশুমালা
পরাবৃত্ত অপাঙ্গ-দর্শনে।
মঞ্জরিত নব পল্লবের যেন কর্ণ-আভরণ
মধুলুব্ধ ভ্রমরের তাহে যেন লীলা-সঞ্চরণ—
সে-কটাক্ষ দৃষ্টি তাঁর—প্রসারিত মঙ্গলের তরে
তোমাদের সকলকে চিরদিন রক্ষা যেন করে। ১।

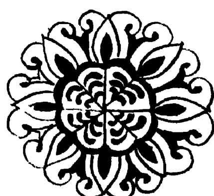


কবিস্তাবৎ আশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥

জ্যাকৃষ্টিবদ্ধকটকামুখপাণিপৃষ্ঠ-
প্রেঙ্খন্‌নখাংশুচয়সংবলিতো মৃড়ান্যাঃ।
ত্বাং পাতু মঞ্জরিতপল্লবকর্ণপূর-
লোভভ্রমদ্‌ভ্রমরবিভ্রমভৃৎকটাক্ষঃ ॥ ১ ॥

নব-বিধান ॥

রহিয়া রহিয়া দুলিছে অলক
কুণ্ডল দোলে দোলার তালে।
স্বেদজল-কণা দিল বুঝি মুছে
যতনে রচিত তিলক ভালে।
বঁধুয়ার বুকে তন্বী নায়িকা
সম্ভোগ-শেষে নয়নে ঘোর—
সেই মুখছবি করুক রক্ষা
ব্রহ্মা হরি হরে কী কাজ তোর। ২।

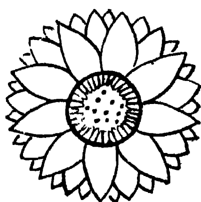


তন্ব্যাস্তদ্‌বক্ত্রং ত্বাং চিরায় রক্ষতু ॥

আলোলামলকাবলীং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং জালকৈঃ।
তন্ব্যা যৎ সুরতান্ততান্তনয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ ॥ ২॥

অ-সমুদ্রোত্থিত অমৃত ॥

'উহু, উহু, শঠ তুমি—ছাড়ো ছাড়ো সরো—'
হাত ঝুনে ঝুনে বালা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে।
বিস্ময়ে চকিতা—ভুরু কাঁপে থরো থরো—
অধর দংশিছে বঁধু চুম্বনের ছলে।
ক্ষণে-ক্ষণে মুদে আসে আঁখিপাতা দুটি
সুখব্যথা-চিহ্ন ওঠে সারা অঙ্গে ফুটি।
সীৎকার আবেশ-ভরা নব কিসলয়
ওই ওষ্ঠ মানিনীর, চুমেছে যে-জন
সেই-যে পেয়েছে সুধা—নাহিক সংশয়
মূর্খ দেবতার বৃথা সমুদ্র-মন্থন। ৩।



যৈঃ মানিনী রমণী চুম্বিতা তৈঃ অমৃতং প্রাপ্তম্ ॥

সন্দষ্টাধরপল্লবা সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ ॥ ৩

নব অনুরাগিণীর প্রতি ॥

হৃদয় মাঝারে যে ভাব-আকৃতি
যতনেতে অতি সঞ্চিত আছে—
লুকাতে পার না ধরা প'ড়ে যায়
অপর জনের চোখের কাছে।
ক্ষণিক চাহিয়া তখনি ফিরাও
প্রেমে ঢল ঢল তরল আঁখি।
পলক ফেলিয়া ঢাকো বার-বার
স্নিগ্ধ-আবেশে লজ্জা মাখি'।

ওগো মুগ্ধধুনী বলো দেখি আজ
কার সে সুকৃতি এমন ধারা
যার পানে তব আঁখি দুটি চায়
হইয়া তাদের নিমেষ হারা। ৪।



সখী নায়িকাং ব্রূতে ॥

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রৈর্মুহুর্মুকুলীকৃতৈঃ
ক্ষণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেষপরাঙ্মুখৈঃ।
হৃদয়নিহিতং ভাবাকূতং বমদ্ভিরিবেক্ষণৈঃ
কথয় সুকৃতী কোঽয়ং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে ॥ ৪ ॥

সতর্কবাণী ॥

অঙ্গুলীর অগ্র দিয়া কেন মিছে মুছিতেছ
বার-বার অশ্রু আঁখি কোণে ?
দারুণ হৃদয়-ব্যথা—বাহিরে প্রকাশ নয়—
কেন ঢাক নীরব রোদনে ?
পর-সুখনষ্টকারী শুনি মিথ্যা বচন দুষ্টের—
অতিক্রম করে যদি সীমা ওগো তোমার মানের
অনুনয়ে টলিল না, দেখি মন প্রস্তরের সম
উদাসীন হয় যদি তোমাতে তোমার প্রিয়তম—
কোপনে গো, জেনো তবে এই বৃথা রোদন তোমার
হবে দীর্ঘদিন-ব্যাপী উষ্ণশ্বাস বহি বহুবার। ৫।

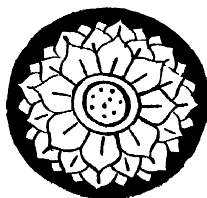


সখী নায়িকামাহ ॥

অঙ্গুল্যগ্রনখেন বাষ্পসলিলং বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্য কিং
তূষ্ণীং রোদিষি কোপনে বহুতরং ফূৎকৃত্য রোদিষ্যসি।
যস্যাস্তে পিশুনোপদেশবচনৈর্মানেঽতিভূমিং গতে
নির্বিণ্ণোঽনুনয়ং প্রতি প্রিয়তমো মধ্যস্থতামেষ্যতি ॥ ৫ ॥

সখীর অনুযোগ ॥

তুমিই উহারে দিয়াছিলে প্রেম
তুমিই বাড়ালে প্রীতির ভার।
শুনিনু আজিকে দেছো মনে ব্যথা-
নিষ্ঠুর খেলা এ-যে বিধাতার!
অকরুণ! তব সান্ত্বন-বাণী
নাহি বরষিবে শান্তিধারা
সখীর কণ্ঠে উঠিবে রোদন
অসহ ব্যথায়—বাঁধনহারা। ৬।

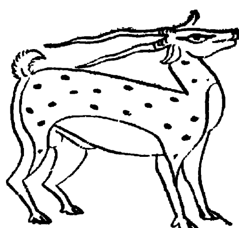


সখী নায়কমাহ ॥

দত্তোঽস্যাঃ প্রণয়স্ত্বয়ৈব ভবতা সেয়ং চিরং লালিতা
দৈবাদদ্য কিল ত্বমেব কৃতবানস্যা নবং বিপ্রিয়ম্।
মন্যুর্দুঃসহ এষ যাত্যুপশমং নো সান্ত্ববাদৈঃ স্ফুটং
হে নিস্ত্রিংশ বিমুক্তকণ্ঠকরুণং তাবৎ সখী রোদিতু ॥ ৬ ॥

অ-শিথিলিত মান-গ্রন্থি নায়িকা ॥

দ্বারপ্রান্তে বসে আছে প্রাণসম দয়িত তোমার
অবনত শিরে রয় হিজিবিজি আঁকে ভূমি'পরে
উপবাসী সখীগণ—স্ফীত আঁখি, ঝরে অশ্রুধার
নর্মকথা ত্যাগ করি শুকপাখি রয়েছে পিঞ্জরে।
আর দেখি আজ এই কী অবস্থা হয়েছে তোমার
হে কঠিনা, এখনই কর তব মান পরিহার। ৭।



সখী নায়িকামুপালভতে ॥

লিখন্নাস্তে ভূমিং বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতো
নিরাহারাঃ সখ্যঃ সততরুদিতোচ্ছূননয়নাঃ।
পরিত্যক্তং সর্বং হসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈ-
স্তবাবস্থা চেয়ং বিসৃজ কঠিনে মানমধুনা ॥ ৭ ॥

কলহান্তরিতার প্রতি ॥

বাহিরে নিরীহ নারী, অন্তরেতে শঠ
হরণ করেছে তব বল্লভের মন।
না মানে বারণ, গ্রাহ্য করে নাকো কারে—
তাই তব মনে গ্লানি, তাই এ-রোদন!
পাইছে প্রশ্রয় তব প্রণয়হারিণী
কোরোনা মঙ্গল তার তুমি এই মতে
তোলো স্পর্ধা-ধ্বজা তুমি হ'য়ে বিরোধিনী
ছিনাইয়া লও তব প্রণয়-আস্পদে।
তোমার প্রণয়ী কান্ত, স্মরকেলি প্রিয়,
সহৃদয়, রসগ্রাহী, যুবক তরুণ,
কহি শত নর্মবাণী ভুলাও তাহারে
কভু ব্যথা দিয়া চক্ষে বহাও বরুণ।
বিক্রেয় পণ্যের মতো আপণ মাঝারে
এই মূল্যে হে কাতরে কিনে লও তারে। ৮।

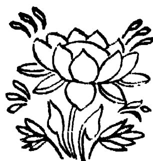


বরবর্ণিনীং বিদগ্ধবয়স্যা বক্তি ॥

নার্যো মুগ্ধশঠা হরন্তি রমণং তিষ্ঠন্তি নো বারিতা-
স্তৎ কিং তাম্যসি কিং চ রোদিষি পুনস্তাসাং প্রিয়ং মা কৃথাঃ।
কান্তঃ কেলিরুচির্যুবা সহৃদয়স্তাদৃক্‌প্রিয়ঃ কাতরে
কিং নো বর্বরকর্কশৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে ॥ ৮ ॥

নির্লজ্জ ॥

শয়ন-মন্দিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে।
সখীরা রয়েছে সেথা নর্ম-আলাপনে।
অশ্রুমুখী, ক্রোধে কাঁপি, বাহুলতাপাশে
পতিরে ধরিয়া আনে সুদৃঢ় বাঁধনে।
'আবার এ-কাজ—' আর কহিতে না পারে।
কোমল কমল করে করিল প্রহার।
হাসিতে হাসিতে ধন্য মানি আপনারে
সে-বঞ্চক অপরাধ করে অস্বীকার। ৯।

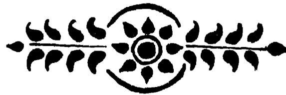


অধীরা প্রগল্‌ভা ॥

কোপাৎ কোমললোলবাহুলতিকাপাশেন বদ্ধা দৃঢ়ং
নীত্বা বাসনিকেতনং দয়িতয়া সায়ং সখীনাং পুরঃ।
ভূয়োঽপ্যেবমিতি স্খলন্মৃদুগিরা সংসূচ্য দুশ্চেষ্টিতং
ধন্যো হন্যত এব নিহ্নুতিপরঃ প্রেয়ান্ রুদত্যা হসন্ ॥ ৯ ॥

নায়িকার প্রতি নায়ক ॥

'বিদেশ গেলে হয়না কি আর
মিলন পুনরায়—
তবে কেন আমার তরে
ভাবনা এতো করা ?
ক্ষীণ হলো-যে দেহ তোমার
দেখছ নাকি তায় ?'—
বলনু তারে। চোখ দুটো মোর
ছিল অশ্রু ভরা।
ডব্‌ডবিয়ে এলো চোখ তার—লজ্জা-অনড় তারা
জল বুঝি-বা পড়ে ঝ'রে ঝ'রে।
রুধিয়া তায়, মরণ-সূচক শুষ্ক হাসির ধারা
উঠলো-যে তার কণ্ঠে হা হা ক'রে। ১০।

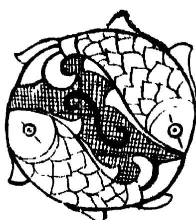


নায়কোক্তিঃ ॥

যাতাঃ কিং ন মিলন্তি সুন্দরি পুনশ্চিন্তা ত্বয়া মৎকৃতে
নো কার্যা নিতরাং কৃশাসি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি।
লজ্জামন্থরতারকেণ নিপতৎপীতাশ্রুণা চক্ষুষা
দৃষ্ট্বা মাং হসিতেন ভাবিমরণোৎসাহস্তয়া সূচিতঃ ॥ ১০ ॥

সখীর নিকট মানিনীর আত্ম-কথা ॥

মুখোমুখী হওয়া মাত্র নামায়ে লইনু মুখ
আঁখি রাখি পায়ের উপরে।
তার মুখে দুটি কথা শুনিতে কী ব্যাকুলতা—
তবু রই কর্ণ রুদ্ধ ক'রে।
রোমাঞ্চিত দুই গণ্ডে ফুটে ওঠে স্বেদবিন্দু—
ঢেকে রাখি করতল দিয়া।
কিন্তু কী করি-গো সখী কাঁচুলিটা বুঝি মোর
ফেটে যায় শতধা হইয়া। ১১।



নায়িকা মানকর্তুমশক্তা সতী আহ ॥

তদ্ বক্ত্রাভিমুখং মুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়ো-
স্তৎসংলাপকুতূহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিরুদ্ধে ময়া।
পাণিভ্যাং চ তিরস্কৃতঃ সপুলকঃ স্বেদোদ্গমো গণ্ডয়োঃ
সখ্যঃ কিং করবাণি যান্তি শতধা মৎ কঞ্চুকীসন্ধয়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাকুলতা ॥

প্রবাস-উন্মুখ পতি—শতদিন পথ।
জিজ্ঞাসিছে তারে বালা সকরুণ স্বরে—
'ফিরিবে-কি প্রাণনাথ নিশা অবসানে,
অথবা যখন রবি মধ্যাহ্ন-শিখরে?'
'অপরাহ্ণ হ'লে বুঝি আসিবে ফিরিয়া—
কিংবা দিন শেষ হ'লে ফিরিবারে মন?'
ছলছল জলভরা আঁখি দুটি দিয়া
নিবারয়ে পতির সে-প্রবাস গমন। ১২।



নায়িকা প্রয়াণোন্মুখং প্রিয়ং নিবারয়তি ॥

প্রহরবিরতৌ মধ্যে বাহ্নস্ততোঽপি পরেঽথবা
কিমুত সকলে যাতে বাহ্নি প্রিয় ত্বমিহৈষ্যসি।
ইতি দিনশতপ্রাপ্যং দেশং প্রিয়স্য য়িয়াসতো
হরতি গমনং বালা বাক্যৈঃ সবাষ্পঝলঝ্ঝলৈঃ ॥ ১২ ॥

কলহান্তরিতার মর্মবাণী ॥

ক্রীড়াচ্ছলে রাগ ক'রে
ওগো সখী বলেছিনু—
'যাও তুমি, এসো নাকো আর।'
ঝুনে ফেলে হাত মোর
চলে গেল শয্যা ত্যজি—
কী কঠিন হৃদয় তাহার !
করুণা যাহার নাই
এত শীঘ্র যেই জন
ভেঙে ফেলে প্রেমের বাঁধন
করি কী-গো তারই তরে
আবার-যে বাঞ্ছা করে
নিলাজ আমার এই মন। ১৩।

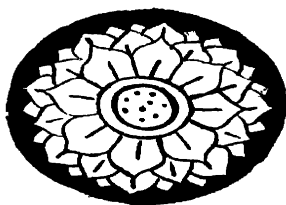
কাচিৎ কলহান্তরিতা সহচরীং আহ ॥

কথমপি সখি ক্রীড়াকোপাদ্ ব্রজেতি ময়োদিতে
কঠিনহৃদয়ঃ ত্যক্ত্বা শয্যাং বলাদগত এব সঃ।
ইতি সরভসধ্বস্তপ্রেম্নি ব্যপেতঘৃণে স্পৃহাং
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ করোতি করোমি কিম্ ॥ ১৩ ॥

লজ্জাশীলার কৌশল-কলা ॥

জায়াপতি দোঁহে কাটাইল রাতি
মধু প্রেম-আলাপনে ।
সে-সকল শোনে পোষা শুকপাখি
পিঞ্জরে গৃহকোণে ।

প্রভাতে উঠিয়া গুরুজন সনে
বধূ করে গৃহকাজ
শুক আওড়ায় মিলন-ভাষণ—
ছি ছি—ছি ছি এ কী লাজ !



পদ্মরাগ-মণি দোলে অলংকার
বধূটির দুই কানে
খুলিয়া তাহাই করেতে লইয়া
ধরিল পাখির পানে ।

কথা বন্ধ ক'রে তখনি আদরে
শুক-যে লইয়া তায়
ডালিমের দানা ভ্রমেতে ভাবিয়া
ঠোঁট দিয়া ঠোকরায়। ১৪



কবের্বাক্যম্॥

দম্পত্যোর্নিশি জল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্ বচ-
স্তৎপ্রাতর্গুরুসংনিধৌ নিগদতস্তস্যাতিমাত্রং বধূঃ।
কর্ণালম্বিতপদ্মরাগশকলং বিন্যস্য চঞ্চুপুটে
ব্রীড়ার্তা বিদধাতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্॥ ১৪

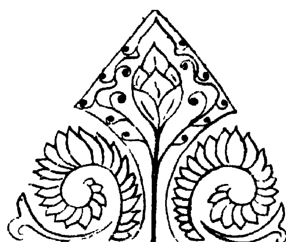
খণ্ডিতার ব্যঙ্গোক্তি ॥

পিছন ফিরে বসেছিনু
তোমার তিরস্কারে।
হঠাৎ অজানতে আমায়
দিলে আলিঙ্গন।
ভাসতে ছিলে তখন তুমি
সুখের পারাবারে
দশাটা-যে এমন হবে
জানতে না তখন।



কী লাভ হলো? শোনো ওগো,
ওগো তুমি শঠের শিরোমণি
একটিবার-তো ভালো ক'রে
দেখো দেখি চেয়ে নিচু মুখে-

প্রসাধনে স্তন দুটো তার
রাঙিয়েছিল ধনী
লেগেছিল খানিকটা তার
চেপ্টে তোমার বুকে।
তৈলপঙ্কমলিন এই-যে
বেণীটা আমার
দাগ এঁকেছে তার উপরে—
খুলেছে বাহার। ১৫।



নায়িকা নায়কং নিহ্নুতে ॥

অজ্ঞানেন পরাঙ্মুখীং পরিভবাদাশ্লিষ্য মাম্ দুঃখিতাং
কিং লব্ধং শঠ দুর্নয়েন নয়তা সৌভাগ্যমেতাং দশাম্
পশ্যৈতদ্দয়িতাকুচব্যতিকরাসক্তাঙ্গরাগারুণং
বক্ষস্তে মম তৈলপঙ্কমলিনৈর্বেণীপদৈরঙ্কিতম্ ॥ ১৫ ॥

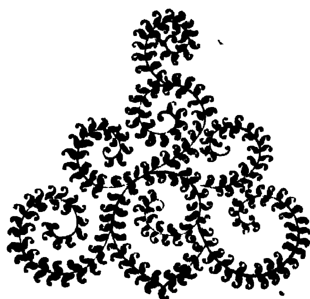
মানপ্রকাশ-চাতুর্য্য ॥

দূরে তারে আসতে দেখে
উঠে দাঁড়ায় বালা—
সুবিধা আর দিলে না তার
আদর সোহাগের ।
কথায় গেঁথে দেবার আগেই
প্রণয়পুষ্প-মালা—
নিকটে তার পাঠিয়ে দিলে
দাসী সখীদের ।



আলিঙ্গনে বাঁধার আগেই
'আনছি সেজে পান—'
এই-না ব'লেই সেখান থেকে
হলো অন্তর্ধান ।

মান করেছি তোমার উপর
মুখেতে না-ব'লে
চতুরা-সে বুঝিয়ে দিলে
পরিচর্য্যার ছলে। ১৬



নায়িকা নায়কং চাতুর্য্যাৎ খেদয়তি ॥

একত্রাসনসঙ্গতিঃ পরিহৃতা প্রত্যুদ্গমাদ্দূরত-
স্তাম্বূলানয়নচ্ছলেন রভসাশ্লেষোঽপি সংবিঘ্নিতঃ।
আলাপোঽপি ন নিশ্চিতঃ পরিজনং ব্যাপারয়ন্ত্যান্তিকে
কান্তং প্রত্যুপচারতশ্চতুরয়া কোপঃ কৃতার্থীকৃতঃ ॥ ১৬ ॥

বহুবল্লভের প্রণয়-শিল্প ॥

দুইটি প্রেয়সী রয়েছে বসিয়া
একই আসন'পরে—
দেখি শঠ বঁধু পিছন হইতে
চুপি চুপি কাছে গিয়ে
একের নয়ন—ক্রীড়াচ্ছলে যেন—
আচ্ছাদিয়া দুই করে
অন্যের গালে চুম্বন দেয়
গ্রীবা ঘুরাইয়া নিয়ে।
অঙ্গে পুলক প্রেম-উল্লাসে মন তার নেচে ওঠে
লুকানো হাসিটি বাধা না-মানিয়া
কপোল উজলি ফোটে। ১৭।

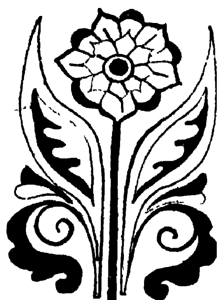


কবের্বাক্যম্ ॥

দৃষ্ট্বৈকাসনসঙ্গতে প্রিয়তমে পশ্চাদুপেত্যাদরা-
দেকস্যা নয়নে পিধায় বিহিতক্রীড়ানুবন্ধচ্ছলঃ।
তির্যক্‌বক্রিতকন্ধরঃ সপুলকপ্রেমোল্লসন্মানসা-
মন্তর্হাসলসৎকপোলফলকাং ধূর্তোঽপরাং চুম্বতি ॥ ১৭ ॥

কলহান্তরিতার মৌন মর্মবাণী ॥

পদানত প্রণয়ীরে প্রসন্ন না-হ'য়ে
রোষবশে বলে বালা—'চাহিনা তোমায়
বঞ্চক, দুষ্কর্ম কর আমারে লুকায়ে।'—
নায়ক সে-রূঢ় বাক্যে ফিরে চলে যায়।
দেখি, ফেলি দীর্ঘশ্বাস চাপি বক্ষ দুটি হাত দিয়া
সখীদের পানে চায়—অশ্রু ঝরে নয়ান বাহিয়া। ১৮।

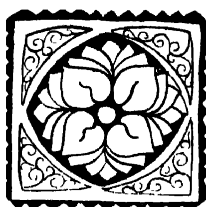


সখীনামুপদেশেন প্রিয়ং নিরস্য পশ্চাত্তাপং ॥

চরণপতনপ্রত্যাখ্যানাৎপ্রসাদপরাঙ্মুখে
নিভৃতকিতবাচারেত্যুক্তা রুষা পরুষীকৃতে।
ব্রজতি রমণে নিঃশ্বস্যোচ্চৈঃ স্তনাহিতহস্তয়া
নয়নসলিলক্লিন্না দৃষ্টিঃ সখীষু নিপাতিতা ॥ ১৮ ॥

চতুরালি ॥

'বস্ত্রপ্রান্ত দৃঢ়তর বাঁধি কাঞ্চীদামে
কী কারণে মুগ্ধনী ঘুমাল আবার ?'
মৃদুস্বরে প্রশ্ন ক'রে চাহি সখীপানে
বঁধু আসি দাঁড়াইল নিকটে শয্যার।
পাশ ফিরে স্থান দিয়ে—
যেন স্বপ্ন দেখিতেছে বালা
ব্যাজ ক্রোধে বলে—'মাগো ঘুম খেলে
দেখো দেখি জ্বালা'। ১৯।



নায়িকা কপটং মানং কৃতবতী ॥

কাঞ্চ্যা গাঢ়তরাববদ্ধবসনপ্রান্তা কিমর্থং পুন-
র্মুগ্ধাক্ষী স্বপিতীতি তৎ পরিজনং স্বৈরং প্রিয়ে পৃচ্ছতি।
মাতঃ সুপ্তিমপীহ লুম্পতি মমেত্যারোপিতক্রোধয়া
পর্যস্য স্বপনচ্ছলেন শয়নে দত্তোঽবকাশস্তয়া ॥ ১৯ ॥

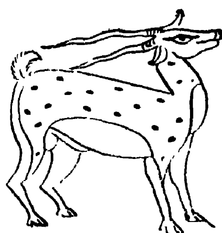
প্রণয়মানাবসানে ॥

একই শয়নে শুয়ে জায়াপতি
দুজনে দুদিকে ফিরায়ে মুখ।
প্রণয়-কলহে বন্ধ আলাপন—
মনে তাহাদের নাহিক সুখ।
বাহিরে বিরাগ, অন্তর-মাঝে
মিলনতৃষ্ণা-ফল্গু বয়।
আগে কহি কথা গর্ব না ভাঙে—
এই পণ দোঁহে করিয়া রয়।



সজাগ হইয়া চাহনি ফিরায়
আঁখিতে যাহাতে না মিলে আঁখি
হঠাৎ কখন অপাঙ্গ বাহিয়া
মিলিল মনকে দিয়া-যে ফাঁকি।

ফিক্ ক'রে হাসি ঠোঁটে ওঠে ভাসি—
শশিকর-রেখা মেঘের ফাঁকে।
সহসা ফিরিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া
মিলন-মাধুরী ছবিটি আঁকে। ২০

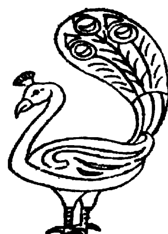


মানানন্তরসম্ভোগঃ ॥

একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতো-
রন্যোন্যস্য হৃদি স্থিতেঽপ্যনুনয়ে সংরক্ষতোর্গৌরবম্।
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনামিশ্রীভবচ্চক্ষুষো-
র্ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহঃ ॥ ২০ ॥

পরিবর্তন ॥

আমার'পরে কী মন উহার—
এই কথাটা জানার তরে
রইনু বসে মুখটা বুজে
আলাপ-প্রলাপ বন্ধ ক'রে।
'কথা বন্ধ!—ধূর্ত শঠ
কী করেছি—কসুর কী মোর?'-
এই-না ভেবে নায়িকারও
মনে জাগল রাগের বহর।



কেউ চাহে না কারো পানে
লক্ষ্যশূন্য চক্ষু ফেরায়
কপট হাসি উঠল ফুটে
তখন আমার ঠোঁটের কোণায়

অশ্রু ঝরে তার চোখেতে—
ছেঁড়া মালার যেন মতি।
ব্যাপারখানা এমন দেখে
ফিরল আমার মনের গতি। ২১



কস্মিন্ নায়কঃ কান্তাপ্রণয়মানচেষ্টামাচষ্টে ॥

পশ্যামো ময়ি কিং প্রপদ্যত ইতি স্থৈর্যং ময়ালম্বিতং
কিং মাম্ নালপতীত্যয়ং খলু শঠঃ কোপস্তয়াপ্যাশ্রিতঃ
ইত্যন্যোন্যবিলক্ষদৃষ্টিচতুরে তস্মিন্নবস্থান্তরে
সব্যাজং হসিতং ময়া ধৃতিহরো মুক্তস্তু বাষ্পস্তয়া ॥ ২১

মুগ্ধা ॥

শয্যা'পরে জায়াপতি রয়েছে শয়ান।
অন্য প্রেয়সীর নাম শুনি পতি-মুখে
পাশমোড়া দিয়া বধূ ফিরাল বয়ান।
সান্ত্বনা দিতে পতি চাটুবাক্য বলে—
নবোঢ়া কহে না কথা—অঙ্গ তার জ্বলে।
সাধাসাধি বৃথা দেখি চুপ করে পতি।
সহসা ফিরায়ে গ্রীবা মুগ্ধা তার প্রতি
চুপি চুপি মুখ পানে দেখিছে চাহিয়া—
ঘুমায়ে পড়িল কিংবা রয়েছে জাগিয়া। ২২

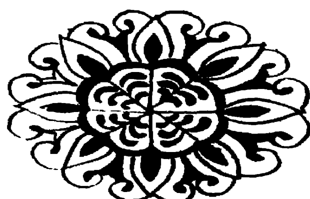


মুগ্ধা নায়িকা ॥

একস্মিন্ শয়নে বিপক্ষরমণীনামগ্রহে মুগ্ধয়া
সত্যঃ কোপপরাঙ্মুখগ্লপিতয়া চাটূনি কুর্বন্নপি।
আবেগাদবধীরিতঃ প্রিয়তমস্তূষ্ণীং স্থিতস্তৎক্ষণং
মা ভূৎ সুপ্ত ইবেত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতঃ ॥ ২২ ॥

ঈর্ষামানান্তরে ॥

‘জড়িয়ে ছিলে অমন ক’রে
কোন্‌-সে সোহাগীরে—
তার-যে বুকের চন্দনের ছাপ
তোমার বুকে আঁকা ।
এখন এসে পায়ে ধরার
হাল্‌কা ফিকিরে
সেইটারে-যে লুকোতে চাও—
যায়-কি তা আর ঢাকা ?’



‘কৈগো-কোথায় ?’—এই না ব’লে
মুছে ফেলার ত্বরায়
হঠাৎ তারে জড়ালেম-যে
নিবিড় আলিঙ্গনে ।

সেই সুখেরই আবেশ লাগায়
কাঁকাল-সরু বালায়
চন্দনের ওই কথাটা আর
রইল না-কো মনে। ২৩।



নায়কস্যোক্তিঃ ॥

তস্যাঃ সান্দ্রবিলেপনস্তনতটপ্রশ্লেষমুদ্রাঙ্কিতং
কিং বক্ষশ্চরণানতিব্যতিকরব্যাজেন গোপায়্যতে।
উত্যুক্তে ক্ব তদিত্যুদীর্য সহসা তৎ সংপ্রমার্ষ্টুং ময়া
সাশ্লিষ্টা রভসেন তৎসুখবশাৎ তন্ব্যা চ তদ্ বিস্মৃতম্ ॥ ২৩॥

বিরংস্থ ॥

'ওগো মুগ্ধ-আঁখি—

অঙ্গে চোলি না-দিলেও

মনোমোহন রূপ তোর'—

এই বলি স্পর্শে পতি

কাঁচুলির বাঁধনের ডোর।

নায়িকা বসিয়া পাশে

শয্যার একান্তে এক স্থানে।

মৃদু হাসি ফোটে মুখে

উৎসবের ইঙ্গিত নয়ানে।

দেখি হৃষ্টা সখীগণ

একে একে যায় সবে চলি—

'আছে কাজ আমাদের—'

ছল-বাক্যে এই মিথ্যা বলি। ২৪।



কবিরাহ ॥

ত্বং মুগ্ধাক্ষি বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীং

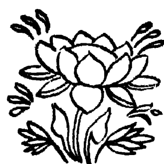
লক্ষ্মীমিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্‌বেণিকাসংস্পৃশি।

শয্যোপান্তনিবিষ্টসস্মিতবধূনেত্রোৎসবানন্দিতো

নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ ॥ ২৪ ॥

মুগ্ধার সংকট ॥

ভ্রুকুটির অভিনয়ে
অধিক উতলা আঁখি-
আরো হলো দরশ-পিয়াসী।
কথা বন্ধ করিলাম—
কিন্তু এ-যে পোড়ামুখে
উজলিল মৃদু মন্দ হাসি।
ভালোমতে মনোমাঝে
আনিলাম কঠোরতা—
অঙ্গ মোর রোমহর্ষে ভরে।
তার পানে চেয়ে চেয়ে
তবে-গো কেমনে সখী
বলো আমি রহি মান ক'রে? ২৫



ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিঞ্জনে॥ ২৫ ॥

খণ্ডিতা ॥

প্রথম এ-অপরাধ ক'রেছে প্রাণেশ—
সে-জনের প্রতি কী-যে ব্যবহার
সখীরা দেয়নি উপদেশ।
জানেনা-কো বালা অঙ্গ-বিভ্রম
জানেনা ফিরাতে মুখ
বক্র-ভাষণে ওই কথা তুলি
জানে না দানিতে দুখ।
ডাগর ডাগর নলিন-নয়নে
স্থধুই রোদন করে
আঁখিপাতা বাহি টল টল জল
কপোলের মূলে ঝরে। ২৬

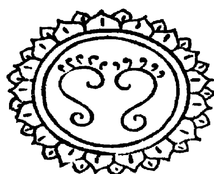


কবের্বাক্যম্ ॥

প্রাণেশপ্রণয়াপরাধসময়ে সখ্যোপদেশং বিনা
নো জানাতি সবিভ্রমাঙ্গবলনাবক্রোক্তিসংসূচনম্।
স্বচ্ছৈরচ্ছকপোলমূলগলিতৈঃ পর্যস্তনেত্রোৎপলা
বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ ॥ ২৬

অন্যাসক্ত নায়কের প্রতি নায়িকা ॥

বুঝেছি সকলি আমি—
যাও বঁধু তুমি।
থাক্ থাক্, ক্ষান্ত দাও
বাক্য-আড়ম্বরে।
কণামাত্র দোষ ওগো
নাহিক তোমার—
বিধি-ই বিমুখ দেখি
আমাদের'পরে।



এই পরিণতি যদি
হয় সে-প্রেমের-
যে-প্রেম বলিতে তুমি
গভীর অতল।

অনায়াসে তেয়াগিব
তবে এ-জীবন—
জেনো তাহা পদ্মপত্রে
এক বিন্দু জল। ২৭



অপরাধিনং নায়কং নায়িকা ভর্ৎসয়তি ॥

ভবতু বিদিতং ব্যর্থালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ।
তব যদি তথা রূঢ়ং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিতরলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে ॥ ২৭ ॥

অনুচিত-বেশিনী অভিসারিকার প্রতি ॥

পূর্ণ উরসে মুক্তার মালা
ছড়ায় স্নিগ্ধ রশ্মিছটা।
বিপুল জঘনে দুলিছে কাঞ্চী
তুলি শিঞ্জন-শব্দঘটা।
মণিমঞ্জীর ঝংকার করে
রিণিকি ঝিণিকি চরণ চুমি।
আলোক সাজায়ে বাদ্য বাজায়ে
অভিসার তরে চলেছ তুমি।
এমনি প্রকাশি ওগো ও সরলে
চলিয়াছ যদি বঁধুয়া পাশে—
চকিত নয়ন ফিরাইছ কেন
এদিকে ওদিকে—কিসের ত্রাসে ?। ২৮।

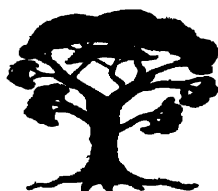
শ্লোক ॥

নায়িকাং সখী উপালম্ভতে ॥

উরসি নিহিতস্তারো হারঃ কৃতা জঘনে ঘনে
কলকলবতী কাঞ্চী পাদৌ রণন্মণিনূপুরৌ।
প্রিয়মভিসরস্যেবং মুগ্ধে ত্বমাহতডিণ্ডিমা
যদি কিমধিকত্রাসোৎকম্পা দিশঃ সমুদীক্ষসে ॥ ২৮

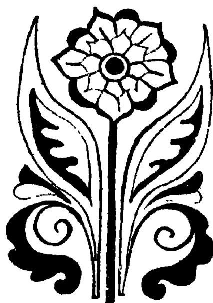
তবে কেন আর ? ॥

আমারে একেলা রাখি
প্রবাসে যাবার তরে
প্রিয়তম করিয়াছে মন।
দেখি তারে সঙ্গীহীন
হইল তাহার সাথী
মোর দুটি কাঞ্চন-কঙ্কণ।



মিত্র মোর আঁখিজল
তার পার্শ্ববর্তী ছায়ে
চলিল-যে প্রবাহ বাহিয়া
আমার সে ধৈর্যরাশি
ক্ষণমাত্র ছাড়ি তারে
রহিল না পিছনে পড়িয়া—
চলিল-যে চিত্ত মোর আগে সবাকার।

সকলে চলিল যদি
শুভ যাত্রাপথে তার
ওরে প্রাণ তুই কেন আর
বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়ি
রহিবি এদেশে পড়ি
বহি হৃদে নিরানন্দ ভার ?। ৩০

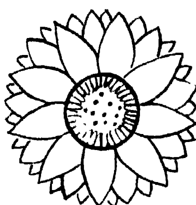


কাচিৎ ভাবি প্রোষিতভর্তৃকা॥

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাস্থিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বৈঃ সমং প্রস্থিতং
গন্তব্যে সতি জীবিত প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কিমুৎসৃজ্যতে॥ ৩০

লাজ-অঞ্জলি ॥

'ঘুমায়ে পড়েছে ও-যে—তুমিও ঘুমাও'—
এই বলি সখীগণ হইল অন্তর।
সরল আমার মন—প্রেমের আবেশে
ছোঁয়ানু অধরে তার আমার অধর।
রোমাঞ্চ-যে সর্ব দেহে—ছি-ছি মরি লাজে!
চক্ষু বুজি ছিল শঠ মিথ্যা-ঘুম-সাজে।
তবে কালোচিত কর্মে প্রদানি গৌরব
হরি নিল সে আমার লাজ-লজ্জা সব। ৩১।



নায়িকা স্বকীয়ং চাপলং আহ ॥

সুপ্তোঽয়ং সখি সুপ্যতামিতি গতাঃ সখ্যস্ততোঽনন্তরং
প্রেমাবেশিতয়া ময়া তরলয়া ন্যস্তং মুখং তন্মুখে।
জ্ঞাতেঽলীকনিমীলনে নয়নয়োর্ধূর্তস্য রোমাঞ্চতো
লজ্জাসীন্মম তেন সাপ্যপহৃতা তৎকালযোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ ॥ ৩১

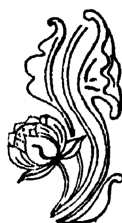
খণ্ডিতার রোষবাক্য ॥

ভ্রূ দুটি বাঁকায়ে বুঝায়ে দিতাম—
　　　　ক্রোধ হইয়াছে মনে।
নিগ্রহ-তাপ দিতাম একদা
　　　　মৌনী রহি অ-ভাষণে।



দোঁহার আননে মৃদু মধু হাস
মিলন-বারতা করিত প্রকাশ
মনের প্রসাদ রচিত মালিকা
　　　　আঁখিতে আঁখির চাহনিক্ষণে

চেয়ে দেখো সেই প্রণয়ে মোদের
ঘটেছে বিপর্যয়—
চরণপ্রান্তে লোটাইছ তুমি
হৃদয় আমার কঠোরতা-ভূমি
তাহাতে আজিকে করুণার কণা
সঞ্চারও নাহি হয়। ৩২।



কাচিৎ মানিনী প্রিয়ং প্রতি ব্রবীতি ॥

কোপো যত্র ভ্রুকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো দৃষ্টিপাতঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেম্নস্তদিদমধুনা বৈশসং পশ্য জাতং
ত্বং পাদান্তে লুঠসি ন চ মে মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ ॥ ৩২

শান্তি জল ॥

‘কথা কও-গো ও সুন্দরী
দেখনা আমি চরণতলে।
এমন ক্রোধ তোমার আমি
দেখিনি কভু আমার’পরে।’—
এ-কথা শুনি পতির মুখে
চাহিয়া আড়ে নিমেষ তরে
ঝর-ঝর-ঝর নয়ন-জল
ফেলিল বালা-কথা না ব’লে। ৩৩



কোপভাবশান্তিঃ ॥

সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোঽভূৎ।
ইতি নিগদতি নাথে তির্যগামীলিতাক্ষ্যা
নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং ন কিঞ্চিৎ ॥ ৩৩ ॥

একাত্মতা ॥

পীবর উরজ দুটি সম্পীড়নে খর্ব করে
মিলনের নিবিড় বন্ধন।
রসাবেগ-স্রোতোবশে বসন জঘনে খসে
না-মানিয়া কাঞ্চীর শাসন।
পুলক-অঞ্চিত দেহ কদম্ব-কোরক সম
কণ্ঠে ভাষা অবরুদ্ধ—ক্ষীণ।
'আরো' ?—'না-না অত নয়, ভেঙেছ গরব মোর।'
মনোমাঝে হ'ল বুঝি লীন !
এ কি সুপ্তি !—মূর্ছা না কি !
হ'য়ে গেলো একেবারে বুঝি বা বিলীন। ৩৪।



নবসঙ্গমে ॥

গাঢ়ালিঙ্গনবামনীকৃতকুচপ্রোদ্ভিন্নরোমোদ্গমা
সান্দ্রস্নেহরসাতিরেকবিগলৎকাঞ্চীপ্রদেশাম্বরা।
মা মা মানদ মাতি মামলমিতি ক্ষামাক্ষরোল্লাপিনী
সুপ্তা কিং নু মৃতা নু কিং মনসি মে লীনা বিলীনা নু কিম্ ॥ ৩৪

নব-রসোন্মেষ ॥

নবপরিণীতা বধূ
শরম-আনত-মুখী—
পতি টানে ধরি বস্ত্রাঞ্চল।
নিকটে আসিয়া তারে
আলিঙ্গন দিতে চায়—
বধূ রহে হইয়া নিশ্চল।
সখীদের পানে চায়,
তাদের নয়নে হাসি—
বধূর কপোল হ'ল লালী।
এ কী নব রসাস্বাদ!
ভাষা রুদ্ধ কণ্ঠমাঝে—
মন করে আথালি-পাথালি। ৩৫।



মুগ্ধা ॥

পটালগ্নে পত্যৌ নময়তি মুখং জাতবিনয়া
হঠাশ্লেষং বাঞ্ছত্যপহরতি গাত্রাণি নিভৃতম্।
অশক্তা চাখ্যাতুং স্মিতমুখসখীদত্তনয়না
হ্রিয়া তাম্যত্যন্তঃ প্রথমপরিহাসে নববধূঃ ॥ ৩৫ ॥

মিলনানন্দ ॥

সুহৃদের প্রিয়বাক্যে না হ'ল মিলন।
ব্যর্থ হ'ল সখীদের শত অনুনয়।
ভাঙিল না মানিনীর সুগভীর মান—
ব্যাপী সারাদিন মনে গুমরিয়া রয়।
এ চাহে না ওর পানে। দোঁহার বয়ান
গৃহের দু-প্রান্ত পানে বাঁকা হ'য়ে ফিরে,
কিন্তু তারই মাঝখানে নয়ানে-নয়ান
দুষ্ট হাসি সনে মিলে কিসের ফিকিরে!
মেঘ ঢাকে—আলো হাসে পালা ক'রে মুখে-
মান মিলাইল গিয়া মিলনের বুকে। ৩৬।



মানানন্তরং সম্ভোগঃ ॥

নাপেতোঽনুনয়েন যঃ প্রিয়সুহৃদ্‌বাক্যৈর্ন যঃ সংহৃতো
যো দীর্ঘং দিবসং বিষহ্য হৃদয়ে যত্নাৎকথঞ্চিদ্‌ ধৃতঃ।
অন্যোন্যস্য হৃতে মুখে বিহিতয়োস্তির্যক্‌ কথঞ্চিদ্‌ দৃশোঃ
সংভেদে সপদি স্মিতব্যতিকরে মানো বিহস্যোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৬ ॥

উপেক্ষিতার নৈরাশ্য ॥

অচেনার মতো আসে যায় সখী
আমারই সমুখ দিয়া
টুটিয়া গিয়াছে প্রেমের বাঁধন
কুটি কুটি হ'য়ে আজ।
আদরে সম্ভাষি উছলিয়া আর
দেয়না-তো মোর হিয়া
দূরে গেছে চলে সুজনতা তার—
ধরেছে কুটিল সাজ।
কোথা গেল দিন থাকিত যাহারা
সুখের পসরা ল'য়ে !
তাই ভাবি মনে কেন-যে হৃদয়
ভাঙেনি শতধা হ'য়ে। ৩৭

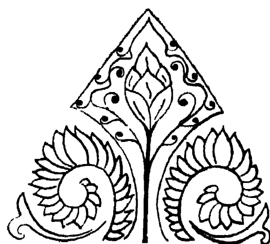


নায়িকা স্বকীয়াং দশাম্ আহ ॥

গতে প্রেমাবেশে প্রণয়বহুমানে বিগলিতে
নিবৃত্তে সদ্ভাবে জন ইব জনে গচ্ছতি পুরঃ।
তদুৎপ্রেক্ষ্যোৎপ্রেক্ষ্য প্রিয়সখি গতাংস্তাশ্চ দিবসান্
ন জানে কো হেতুর্দলতি শতধা যন্ন হৃদয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

বাসকসজ্জিকা ॥

ইন্দীবর নয়—দুটি নীল আঁখি
রচেছে দীর্ঘ বন্দনমালা।
ছড়ানো অঙ্গনে মৃদু মধু হাসি—
কুন্দ জাতী যূথি ঢালেনি বালা।
পয়োধরে ঝরা স্বেদবারি-ধারা
অর্ঘ্য দিতেছে—ঘটাম্বু নয়।
তনু দেহ তার শুভ-উপহার
আগত বঁধুরে স্বাগত কয়। ৩৮।

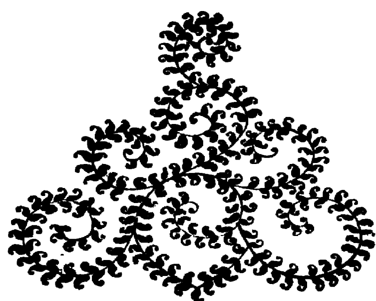


বাসকসজ্জিকা ॥

দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পাণাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥ ৩৮ ॥

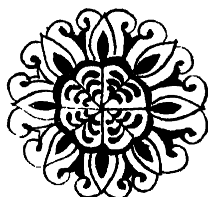
প্রতারণার্থক ॥

ভারি আমি ঠকেছি ভাই তার এক শঠতায়
প্রাণের সখী, বলছি তোরে আয়।—
সেই-যে তাহার সেই-যে কর্ম
সেই অপরাধ ধ'রে
দিয়েছিনু ঘরের বাহির ক'রে।



করেছে-কি, সে যেন ভাই শীলার মতন সাজে
ত্বরিতপদে এলো ঘরের মাঝে।
দিনটা তখন মায়ায় ঘেরা প্রদোষবেলার মুখে
মিলন মাগে অন্ধকারের বুকে।

আমি তারে জড়িয়ে ধ'রে
প্রিয় সখীর ভুলে
প্রাণের কথা কইনু সবই খুলে—
'সত্যি বটে তাড়িয়ে দিছি
আমি রাগের ভরে
বলো সখী আমি তারে
আনব কেমন ক'রে।'
'কঠিন বড়ো অবোধ মেয়ে এ-কাজ সম্পাদন'—
এই-না ব'লে হেসে দিলে নিবিড় আলিঙ্গন। ৩৯



ছলিতাস্মি ॥

কান্তে সাগসি যাপিতে প্রিয়সখীবেষং বিধায়াগতে
ভ্রান্ত্যালিঙ্গ্য ময়া রহস্যমুদিতং তৎসঙ্গমাকাঙ্ক্ষয়া।
মুগ্ধে দুষ্করমেতদিত্যতিতরামুক্ত্বা সহাসং বলাৎ
আলিঙ্গ্য চ্ছলিতাস্মি তেন কিতবেনাদ্য প্রদোষাগমে ॥ ৩৯

অনাদর-সুখস্মৃতি ॥

পাছে আমি পায়ে ধরি—
তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে পাদুখানি ঘেরে।
পেটে হাসি গুলিয়ে ওঠে—
চেপে রাখে কৌশলেতে নানান্ ফন্দী-ফেরে।
সোজা চোখে চায়না আমার পানে—
কথা আমি কইতে গেলে
অন্য কথা এনে ফেলে
এড়িয়ে আমায়, সখীদের সে রসালাপে টানে।
প্রণয়ের ভাবটি-যে তার
মুখের ভাষা নাইক বলার
মান দেখাবার ভঙ্গীটিও
মনে আমার কী মাধুরী আনে। ৪০।

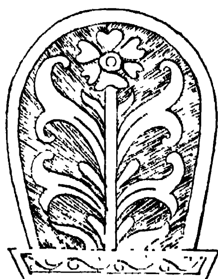


মানোঽপি মনোহরোদ্গমঃ ॥

আশঙ্ক্য প্রণতিং পটান্তপিহিতৌ পাদৌ করোত্যাদরাদ্
ব্যাজেনাগতমাবৃণোতি হসিতং ন স্পষ্টমুদ্বীক্ষতে।
ময়্যালাপবতি প্রতীপবচনা সখ্যা সমং ভাষতে
তন্ব্যাস্তিষ্ঠতু নির্ভরপ্রণয়িতা মানোঽপি রম্যোদয়ঃ ॥ ৪০ ॥

প্রণয়-মাধুর্য ॥

আগন্তুক অপরাধী পতির কানেতে
সখীদের শিক্ষামত অনৃত-ভাষণ
দ্রুত শুনাইয়া দিয়া আরম্ভিল কাজ—
মীনকেতু-ইচ্ছা যার উদ্ভব-কারণ।
প্রণয়ের এই প্রথা– কান্ত মনোহর
মুগ্ধতার অলংকার—নাহিক দোসর। ৪১



কবের্বাক্যম্ ॥

সা যাবন্তি পদান্যলীকবচনৈরালীজনৈঃ পাঠিতা
তাবন্ত্যেব কৃতাগসো দ্রুততরং ব্যাহৃত্য পত্যুঃ পুরঃ।
প্রারব্ধা পরতো যথা মনসিজস্যেচ্ছা তথা বর্তিতুং
প্রেম্ণো মৌগ্ধবিভূষণস্য সহজঃ কোঽপ্যেষ কান্তঃ ক্রমঃ ॥ ৪১

উপেক্ষিতার অন্তর্ব্যথা ॥

'কমলের মত ছিল মুখখানি
দেহটি লতিকা-পারা।
সেই দেহ কেন শীর্ণ এমন
অঙ্গে তোমার কেন কম্পন
কেন ও-আনন, বলো ওগো প্রিয়ে
হয়েছে বর্ণ-হারা ?'

'কিছু হয় নাই বেশ আছি আমি
এমনই শরীর মোর'—
এই বলি বালা ফিরায় মুখটি
আঁখি বাহি ঝরে লোর। ৪২।

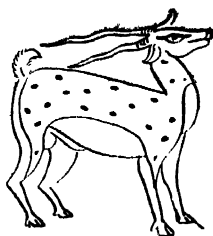


উপেক্ষিতা ॥

অঙ্গানামতিতানবং কুত ইদং কম্পশ্চ কস্মাৎকুতো
মুগ্ধে পাণ্ডুকপোলমাননমিতি প্রাণেশ্বরে পৃচ্ছতি।
তন্ব্যা সর্বমিদং স্বভাবত ইতি ব্যাহৃত্য পক্ষ্মান্তর-
ব্যাপী বাষ্পভরস্তয়া বলিতয়া নিশ্বস্য মুক্তোঽন্যতঃ ॥ ৪২ ॥

সুখ-স্মৃতি মনোরম ॥

মধুপানে মত্ত বালা অসংযত মনে
নখচিহ্ন দেছে দেহে নাহিক স্মরণে।
দেখি তায় ঈর্ষাভরে—না করি বিচার
বাহিরে আসিতে চায় আপন আগার।
'কোথা যাও, ওগো তন্বী'—কহিয়া তখন
অঞ্চলের প্রান্তে তার ধরিনু বসন।
ফিরে কয়—'ছাড়ো-ছাড়ো কেন মোরে ধরো'-
প্রস্ফুরিত বিম্বাধর কাঁপে থরো-থরো।
অশ্রুপূর্ণ হলো নীল আঁখি দুটি তার—
সে-ছবি কি মন হ'তে মুছিবে আমার। ৪৩।



কশ্চিৎ বিয়োগী প্রণয়মানমনুস্মরতি ॥

স্বং দৃষ্ট্বা করজক্ষতং মধুমদক্ষীবাবিচার্যের্ষ্যয়া
গচ্ছন্তী ক্ব নু গচ্ছসীতি বিধৃতা বালা পটান্তে ময়া।
প্রত্যাবৃত্তমুখী সবাষ্পনয়না সা মুঞ্চ মুঞ্চেতি মাং
কোপপ্রস্ফুরিতাধরং যদবদৎ তৎকেন বিস্মার্যতে ॥ ৪৩ ॥

সতর্কতা ॥

প্রেমরসে সিক্ত হিয়া তোমার বল্লভ
হলো পদানত তব ভবনে আসিয়া।
বলো মোরে কেন তুমি, ওগো ও চপলে
উপেক্ষা করেছ তারে স্বাধীনা হইয়া ?
রোষে তব হবে নিন্দা—সুখ-শান্তি না রহিবে আর
যাবত জীবন রবে সাথী হবে রোদন তোমার। ৪৪।

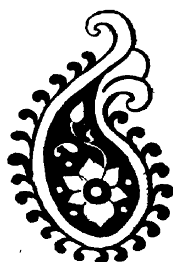


সখী নায়িকামুপালভতে ॥

চপলহৃদয়ে কিং স্বাতন্ত্র্যাত্তথা গৃহমাগত-
শ্চরণপতিতঃ প্রেমার্দ্রার্দ্রঃ প্রিয়ঃ সমুপেক্ষিতঃ।
তদিদমধুনা যাবজ্জীবং নিরস্তসুখোদয়া
রুদিতশরণা দুর্জাতানাং সহস্ব রুষাং ফলম্ ॥ ৪৪ ॥

বিরহাশঙ্কিতা ॥

নবীন নীরদমালা হেরিয়া আকাশে
অশ্রুপূর্ণ হলো দুটি আঁখি ইন্দীবর ।
'প্রাণকান্ত আজ যদি যাও পরবাসে—'
সাঙ্গ নাহি হলো কথা ।   মাটির উপর
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া খোঁটে—চাপি ধরি বসন আমার ।
যে-কথা বলিবে বালা, ভাষা নাই তাহা বলিবার । ৪৫

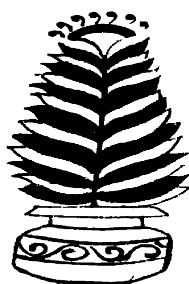


বিরহাশঙ্কিতা ॥

নভসি জলদলক্ষ্মীং সাস্রয়া বীক্ষ দৃষ্ট্যা
প্রবসসি যদি কান্তেত্যর্ধমুক্ত্বা কথঞ্চিৎ ।
মম পটমবলম্ব্য প্রোল্লিখন্তী ধরিত্রীং
যদনুকৃতবতী সা তত্র বাচো নিবৃত্তাঃ ॥ ৪৫ ।

অনুশোচনা ॥

বাহু দুটো কেন কণ্ঠে বাঁধিনি—
কী মূঢ়তা ছিল মনে।
কেন-যে পারিনি প্রাণনাথ সনে
কহিতে একটি কথা।
তুষিতে আমারে চেয়েছিল যবে
দিয়া চুম্বন-ধনে,
নামাইয়াছিনু মুখখানা কেন
মনে তার দিয়া ব্যথা।



আজ ভাবি মনে সেই সব দিনে
তার পানে চেয়ে চেয়ে
আঁখির তৃপ্তি লভি নাই কেন
বুদ্ধিবিহীনা মেয়ে!

নব-বধূদিনে অস্ফুট মনের
সে সকল কথা স্মরি
প্রেম-পরশনে-রসিকা তরুণী
অনুতাপে গেল ভরি। ৪৬



পূর্বং মৌগ্ধেন বঞ্চিতাস্মি ॥

শ্লিষ্টঃ কণ্ঠে কিমিতি ন ময়া মূঢ়য়া প্রাণনাথ-
শ্চুম্বত্যস্মিন্ বদনবিনতিঃ কিং কৃতা কিং ন দৃষ্টঃ।
নোক্তঃ কস্মাদিতি নববধূচেষ্টিতং চিন্তয়ন্তী
পশ্চাত্তাপং বহতি তরুণী প্রেম্নি জাতে রসজ্ঞা ॥ ৪৬ ॥

পতি-প্রবাসশঙ্কিতার সঙ্কল্প ॥

আঁখি বরষিয়া পড়িয়া চরণে
দিয়া প্রাণনাথে শপথ-বাণী
অন্য রমণীরা রাখে-যে ধরিয়া
গমনের পথে বারণ টানি।
ধন্যা আমি ওগো বাধা নাহি দিব—
নহি আমি নারী ওদের মত
প্রকাশ করিয়া কহিব তোমারে
আমার মনের কামনা যত।
শুভ এ-প্রভাত মঙ্গল দিন
যাত্রা করগো মনের সুখে।—
আমার উচিত প্রণয় দেখাব—
শুনিবে পরে তা লোকের মুখে। ৪৭

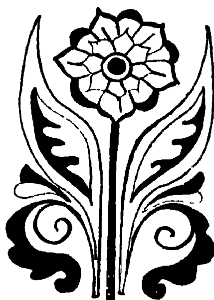


প্রয়াস্যন্তং নায়কং নায়িকা বারয়তি ॥

বাষ্পৈর্লোচনবারিভিঃ সশপথৈঃ পাদপ্রণামৈঃ প্রিয়ৈ-
রন্যৈস্তা বিনিবারয়ন্তি কৃপণাঃ প্রাণেশ্বরং প্রস্থিতম্।
ধন্যাহং ব্রজ মঙ্গলং সুদিবসং প্রাতঃ প্রয়াতস্য তে
যৎ স্নেহোচিতমীহিতং প্রিয়তম ত্বং নির্গতঃ শ্রোষ্যসি ॥ ৪৭ ॥

বাধা সৃজন ॥

বসনপ্রান্ত ধরে নি তো বালা
ভুজলতা দিয়া রোধেনি দ্বার ।
'যেওনা-গো'-ব'লে করেনি বারণ
পড়েনি চরণে বারংবার ।
কালো মেঘে ভরা প্রাবৃট-সময়ে
পতি উন্মুখ যাবার তরে—
আঁখিবারি ঢালি উছলিয়া নদী
গমনের বাধা সৃজন করে । ৪৮ ।



কবের্বাক্যম্ ॥

লগ্না নাংশুকপল্লবে ভুজলতা নো দ্বারদেশে স্থিতং
নো বা পাদযুগে মুহুর্নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ ।
কালে কেবলমম্বুদালিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
তন্ব্যা বাষ্পজলৌঘকল্পিতনদীপুরেণ রুদ্ধঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

কলহান্তরিতা ॥

বিরহের দিনে মদন দেবতা হয়েছে বাঁকা
দক্ষ শমন নিদয়—গণিছে জীবন-শেষ।
কৃশতার ছাপ অঙ্গে আমার হ'তেছে আঁকা
মান ক'রে বঁধু তুমিও ধরেছ নিঠুর বেশ।
কিসলয়-মৃদু দেহখানি ধরে প্রমদাজন
কোন্-সে উপায়ে বলো প্রাণ তার করে ধারণ ৪৯

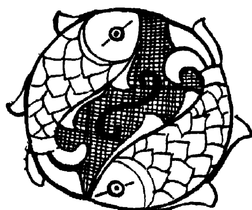


দূতী নায়কং সম্বোধয়তি ॥

বিরহবিষমঃ কামঃ কামং তনুং তনুতে তনুং
দিবসগণনাদক্ষঃ স্বৈরং ব্যপেতঘৃণো যমঃ।
ত্বমপি বশগো মানব্যাধের্বিচিন্তয় নাথ হে
কিসলয়মৃদুর্জীবেদেবং কথং প্রমদাজনঃ॥ ৪৯ ॥

প্রসাদিত ॥

ধীরে ধীরে পরিম্লান মান গুরুভার।
গ্রীবাটি হেলায়ে ধরি করপদ্ম'পরে
রাখা আছে মুখখানি—শশী পূর্ণিমার।
সকল উপায় ব্যর্থ মানভঙ্গ তরে।
শেষ পন্থা ভাবিতেছি—দুটি পায়ে ধরা।
নয়ন-পল্লবপুট ছিল অশ্রু-ভরা—
পক্ষ্মবাধা না-মানিয়া ঝরি ঝর-ঝর
প্লাবি দিল দুটি স্তন কোমল পীবর।
দূর হ'য়ে গেল তায় সকল প্রমাদ—
বুঝিনু লভেছি তার মনের প্রসাদ। ৫০।



নায়কোক্তিঃ ॥

পরিম্লানে মানে মুখশশিনি তস্যাঃ করধৃতে
মযি ক্ষীণোপায়ে প্রণিপতনমাত্রৈকশরণে।
তদা পক্ষ্মপ্রান্তব্রজপুটনিরুদ্ধেন সহসা
প্রসাদো বাষ্পেণ স্তনতটবিশীর্ণেন কথিতঃ ॥ ৫০ ॥

নৈরাশ্য ॥

অপরের অতি সূক্ষ্মতম দোষ
ধরিতে নিপুণ যারা—
আমার ঘরের আশেপাশে ওই
ভিড় ক'রে রয় তারা।
[তাই] সবিলাস আঁখি পারিনা ফেলিতে—
ব্রীড়া-যে আড়াল করে।
মনের কথাটি সে-জন তো জানে—
[আর] বিশ্বাস সখীদের'পরে !
[মোর] অনুরাগ-শিখা দেখিয়া এসব
শান্ত হইয়া আসে।
শরণ লইব বলো মাগো আমি
কোন্ জনে—কার পাশে। ৫১।

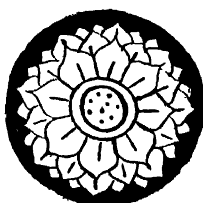
৯৯৯॥

স্বাভিলাষং নিবেদয়িতুমসমর্থা নায়িকা ধাত্রীমাহ ॥

আস্তাং বিশ্বসনং সখীষু বিদিতাভিপ্রায়সারে জনে
তত্রাপ্যর্পয়িতুং দৃশং সললিতাং শক্লোমি ন ব্রীড়য়া।
লোকো হ্যেষ পরোপহাসচতুরঃ সূক্ষ্মেঙ্গিতজ্ঞোঽপ্যলং
মাতঃ কং শরণং ব্রজামি হৃদয়ে জীর্ণোঽনুরাগানলঃ ॥ ৫১ ॥

অমৃত-পরশ ॥

রোমাঞ্চিত হয় তনু
শোনা মাত্র প্রিয়তম নাম।
স্বেদ-বিন্দু অঙ্গে ফোটে
হেরি যবে ইন্দুমুখ তার।
নিকটে আসিয়া বঁধু
করে যবে আলিঙ্গন দান—
মান করিবার কথা
নাহি রয় হৃদয়ে আমার। ৫২



নায়িকা স্বস্যা অসামর্থ্যং নিবেদয়তি ॥

শ্রুত্বা নাম প্রিয়স্য স্ফুটঘনপুলকং জায়তে যৎসমন্তাৎ
দৃষ্ট্বা যস্যাননেন্দুং ভবতি বপুরিদং চন্দ্রকান্তানুকারি।
তস্মিন্নাগত্য কণ্ঠগ্রহ নিকটপদস্থায়িনি প্রাণনাথে
ভগ্না মানস্য চিন্তা ভবতি মম পুনর্বজ্রময্যাঃ কথঞ্চিৎ ॥ ৫২

অনুনয় ॥

আছে ঘরে ঘরে হেথা তরুণীরা যতো
এখনই যাইয়া খোঁজো তাহাদের কাছে—
পেয়েছে-কি বঁধু তারা এ-দাসের মতো
যে-জন প্রিয়ার পায়ে লুটাইয়া আছে।
আত্মবিনাশিনী নারী দুর্জনের কথা
কানেতে তুলো-না ওগো কহি অনুনয়ে—
বারংবার মনোমাঝে পায় যদি ব্যথা
পুরুষের প্রেমবন্ধ যায় ছিন্ন হ'য়ে। ৫৩।



সন্ত্যেবাত্র গৃহে গৃহে যুবতয়স্তাঃ পৃচ্ছ গত্বাঽধুনা
প্রেয়াংসঃ প্রণমন্তি কিং তব পুনর্দাসো যথা বর্ততে।
আত্মদ্রোহিণি দুর্জনপ্রলপিতং কর্ণে ভৃশং মা কৃথাঃ
ছিন্নস্নেহরসা ভবন্তি পুরুষা দুঃখানুবৃত্ত্যা যতঃ ॥ ৫৩ ॥

দূতীর প্রতি ॥

অধরের রাগ লুপ্ত হ'য়েছে—
ক্ষীণ অলক্ত-শোভা।
নিঃশেষ হ'য়ে স্তনবিলেপন-
চন্দন গেছে ঝ'রে।



দেহখানা দেখি, তন্বী তোমার
হর্ষ-পুলকে ভরা—
অঞ্জন-রেখা নাহি যায় দেখা
আঁখিপল্লব'পরে।

পাঠানু তোমারে সে-জনের পাশে
　　সংবাদ-তরে। বটে
যাওনি তথায়? —স্নান করিবারে
　　গিয়াছিলে বাপীতটে?
প্রলাপিনী দূতী, কী লাভ হইল
　　মিথ্যা বেসাতী ক'রে!
জানো না তো তুমি বান্ধবী মন
　　কী ব্যথায় দেছো ভ'রে। ৫৪

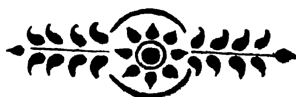


লক্ষ্যমাণসম্ভোগচিহ্নাং দূতীং নায়িকা প্রাহ॥

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
　　নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
　　বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্॥ ৫৪॥

সুখ-স্মৃতি ॥

বিরহে আমার হইয়া কাতর
মানমুখে ছিল এত দিন—
চিন্তাজড়-মন আলুথালু কেশ
দেহেতে কৃশতা—বিভ্রমহীন।
প্রবাস হইতে যখনি ফিরিনু
আমারে পাইয়া সুতনু বালা
পাণ্ডুতা ত্যজি লভিল কান্তি—
দেহটি হইল মাধুরী-ঢালা।
সম্ভোগ-সুখে হলো গরবিনী।
তন্বী বালার চিবুক ধ'রে
অধর চুমিয়া করিনু-যা পান
ভুলিব আমি তা কেমন ক'রে ?। ৫৫।

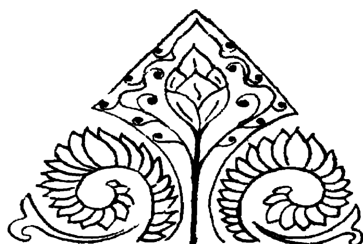


যন্ময়া পীতং তদ্‌ বক্তুং ন শক্যতে ॥

ম্লানং পাণ্ডু কৃশং বিলাসবিধুরং লম্বালকং চালসং
ভূয়স্তৎক্ষণজাতকান্তিমধুরং প্রাপ্তে ময়ি প্রোষিতে।
সাটোপং রতিকেলিদত্তরভসং রম্যং কিমপ্যাদরাৎ
পীতং যৎ সুতনোর্ময়া মুখমিদং তৎ কেন বিস্মার্যতে ॥ ৫৫

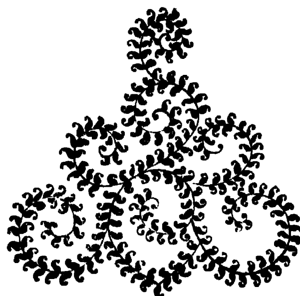
অনুচিন্তন ॥

তন্বঙ্গীর সে-অঙ্গ হ'তে
এখন যদি সরাই বসন-
আগের মত বিবাদের আর
তোলে না সে ঝড়।
বাঁকায় না তার যুগল ভুরু
করি যখন কেশ-গ্রহণ
দাঁত দিয়ে আর চাপে না তার
নিটোল বিম্বাধর।



পেয়েছে সে নূতন সুখের স্বাদ—
তাই-যে তাহার দেহখানা
আপনা হ'তেই দেয় সে আমায়
আলিঙ্গনের নিপীড়নে
সাধে না আর বাদ।

কান্ত কোমল দেহটি তার
শ্যামালতার পারা
শিখেছে সে আজ এক নূতন
রোষ-প্রকাশের ধারা । ৫৬



নায়কোক্তিঃ ॥

আয়স্তা কলহং পুরেব কুরুতে ন স্রংসনে বাসসো
ভুগ্নভ্রূরতিখণ্ড্যমানমধরং ধত্তে ন কেশগ্রহে ।
অঙ্গান্যর্পয়তি স্বয়ং ভবতি নো বামা হঠালিঙ্গনে
তন্ব্যা শিক্ষিত এষ সম্প্রতি পুনঃ কোপপ্রকারোঽপরঃ ॥ ৫৬

প্রতিবন্ধক ॥

চিন্তাজড়-মনে তন্বী দাঁড়াইয়া আছে মৌনমুখে
অবজ্ঞাত পতি রয় পাদপ্রান্তে প্রসাদের আশে।
ক্ষমা না মিলিল দেখি প্রণয়ভঙ্গের অপরাধে
ফিরিয়া যাইতে চায় সেথা হ'তে একান্ত হতাশে।
সলজ্জ মিনতি ভরা অধীরার আঁখি দুটি হ'তে
অশ্রু ঝরি ঝর-ঝর বাধা দিল গমনের পথে। ৫৭।

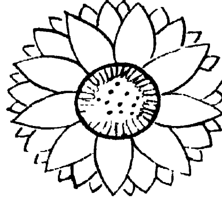


কবের্বাক্যম্ ॥

চিন্তামোহনিবধ্যমানমনসা মৌনেন পাদানতঃ
প্রত্যাখ্যাতপরাঙ্মুখঃ প্রিয়তমো গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ।
সব্রীড়ৈরলসৈর্নিরন্তরলুঠদ্‌বাষ্পাকুলৈরীক্ষণৈ-
স্তন্বঙ্গ্যা স পুনস্তয়া তরলয়া তত্রান্তরে বারিতঃ ॥ ৫৭ ॥

পরিবীক্ষণ ॥

হেথায় লেগেছে ছোপ তাম্বূল রসের
হোথা অগুরুর পঙ্ক—কালো দাগ তার।
হেথা ছাপ অলক্তাক্ত দুটি চরণের—
হোথা খসা অলকের পুষ্পগুচ্ছভার।
কর্পূর ছড়ানো এই শয্যা-আস্তরণ
আকুঞ্চিত, উঁচুনিচু, হোথা সমতল—
নানা রতিবন্ধ-চিহ্ন —উদগ্র মিলন
জানাইছে মূক ভাষে—দেখি সে-সকল। ৫৮



কবের্বাক্যম্ ॥

ক্বচিত্তাম্বূলাক্তঃ ক্বচিদগরুপঙ্কাঙ্কমলিনঃ
ক্বচিচ্চূর্ণোদ্গারী ক্বচিদপি চ সালক্তকপদঃ।
বলীভঙ্গাভোগৈরলকপতিতৈঃ শীর্ণকুসুমৈঃ
স্ত্রিয়া নানাবস্থং প্রথয়তি রতং প্রচ্ছদপটঃ ॥ ৫৮ ॥

কী আর কহিব ॥

'শোনো-গো হেথা, নিকটে এসো
বিজনে কথা তোমার সনে—'
বলিল মোরে। শুনিতে তাই
বসিনু পাশে সরল মনে।
একটা কিছু কহিল কানে,
পাইয়া মুখের সুরভি ঘ্রাণ—
কী কব সখী খোঁপাটা ধ'রে
অধর-সুধা করিল পান। ৫৯।



কিমপি কথয়ামি ॥

অহং তেনাহূতা কিমপি কথয়ামীতি বিজনে
সমীপে চাসীনা সরলহৃদয়ত্বাদবহিতা।
ততঃ কর্ণোপান্তে কিমপি বদতাঘ্রায় বদনং
গৃহীত্বা ধম্মিল্লং মম সখি নিপীতোঽধররসঃ ॥ ৫৯

চিত্রার্পিতা ॥

হঠাৎ পুষ্পবতী বুঝে
শয্যা ছেড়ে স'রে বসে বালা,
বঁধু তখন চাইছে চুমু—
ঠোঁট এগিয়ে—কথায় নাহি ব'লে
চেলাঞ্চলে ঢেকে দিয়ে
কপোল দুটি—মৃদুহাস্যে আলা।
অসম্মতির মাথা নাড়ে।—
কর্ণমূলে ঝুম্‌কো দুটি দোলে। ৬০

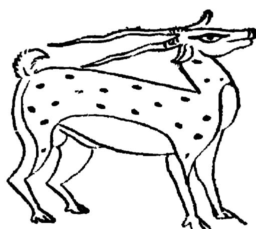


ইঙ্গিতাকারঃ ॥

পুষ্পোদ্ভেদমবাপ্য কেলিশয়নাদ্ দূরস্থয়া চুম্বনে
কান্তেন স্ফুরিতাধরেণ নিভৃতং ভ্রূসংজ্ঞয়া যাচিতে।
আচ্ছাদ্য স্মিতপূর্ণগণ্ডফলকং চেলাঞ্চলেনাননং
মন্দান্দোলিতকুণ্ডলস্তবকয়া তন্ব্যা বিধূতং শিরঃ ॥ ৬০

অভিসারিকা ॥

'এ-ঘোর নিশীথে
কোথা যাও গো সুন্দরী ?'
'যেথায় রয়েছে মোর
প্রিয় প্রাণেশ্বর ।'
'একাকিনী যাও বালা
কী সাহস ধরি ?'
'মীনকেতু আছে সাথে
লয়ে ধনুঃশর । ৬১ ।'



অভিসারিকা ॥

ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণেশ্বরো বসতি যত্র মনঃপ্রিয়ো মে ।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥ ৬১ ॥

অসহ বিরহ-ব্যথা ॥

কতখন ধ'রে চেয়ে রয় বালা
আঁখিতে দীনতা ভরা
জুড়ি দুটি কর মিনতি করিয়া
যাইতে বারণ করে।
অটল দেখিয়া, বসনপ্রান্ত
মুঠিতে ধরিল ত্বরা
তারপর দৃঢ় বাহুর বাঁধনে
চাহে-যে রাখিতে ধ'রে।

দূরে ঠেলি সব আর্ত আকূতি
নির্দয় শঠ—যাইতে মন।
মুক্ত করে দেয় বল্লভে বালা
'ত্যজিব পরাণ'—করিয়া পণ। ৬২।



নায়কস্য গমনমসহমানা নায়িকা ॥

দৃষ্টঃ কাতরনেত্রয়া চিরতরং বদ্ধাঞ্জলিং যাচিতঃ
পশ্চাদংশুকপল্লবে চ বিধৃতো নির্ব্যাজমালিঙ্গিতঃ।
ইত্যাক্ষিপ্য সমস্তমেবমঘৃণো গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠঃ
পূর্বং প্রাণপরিগ্রহো দয়িতয়া মুক্তস্ততো বল্লভঃ ॥ ৬২ ॥

ধূমায়িত রোষ ॥

ললাটের দুইপ্রান্তে অলক্ত-লাঞ্ছন
কঙ্কণের চাপ-চিহ্ন অঙ্কিত গ্রীবায়
কজ্জল-কালিমা মুখে। অরুণ নয়ন।
তাম্বূলের ছাপ দুই আঁখির পাতায়—
লয়ে এই প্রসাধন—রোষ-জাগানিয়া
প্রভাতে আসিছে দেখে পতি তার পাশ।
তার পানে হরিণাক্ষী চাহিয়া চাহিয়া
লীলাপদ্ম-ঘ্রাণ-ছলে ফেলে তপ্তশ্বাস। ৬৩



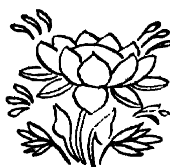
রুষিতা ॥

লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রা গলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোঽপরঃ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥ ৬৩ ॥

আক্ষেপ ॥

কারেই বলি তোমার কথা
শঠতার-যে না হেরি দিশপাশ।
জড়িয়ে আছ আলিঙ্গনে—আমি আদরিণী
হঠাৎ শুনলে কোন্ নাগরীর নূপুর রিনিকি-ঝিনি
মনটা ছুটলো সেদিক পানে—
হাতের বাঁধন ফাঁশ!

ঘৃত মধুর ছিটে দেওয়া কথার আড়ম্বরে
সখীদের মন বিষিয়ে দেছো তুমি এমন ক'রে—
আমার এসব কথা তারা করেই না বিশ্বাস। ৬৪



নায়িকা নায়কমুপালভতে ॥

শঠান্যস্যাঃ কাঞ্চীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা
যদাশ্লিষ্যন্নেব প্রশিথিলভুজগ্রন্থিরভবঃ।
তদেতৎ ক্বাচক্ষে ঘৃতমধুময়ত্বদ্‌বহুবচো-
বিষেণাঘূর্ণন্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি ॥ ৬৪

মুগ্ধা ॥

শয়নমন্দিরে হেরি নাহি অন্যজন
শয্যা হ'তে নববধূ চাহে পতি পানে।
নিদ্রামগ্ন ভাবি, আসি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে
অভিলাষ পূর্ণ করে চুম্বন-প্রদানে।
স্পর্শে গণ্ডস্থলে হলো রোমাঞ্চ উদয়।
হেরিয়া শরমে বালা নতমুখী হয়।
ছলনিদ্রা ছাড়ি তবে হাসিয়া আদরে
বল্লভ চুম্বন আঁকে রক্তিম অধরে। ৬৫।

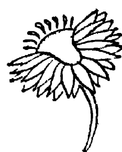


কবের্বাক্যম্ ॥

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ-
নির্দ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম্।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বালাভবচ্চুম্বিতা ॥ ৬৫

শান্তিবারি ॥

‘এ নহে কি ধৃষ্টতা গো পরান-বান্ধবী ?
তোমার হৃদয়কান্ত কত কাল ধ’রে
প্রসাদ যাচনা করি নিকটে তোমার
প’ড়ে আছে লুটি তব চরণের’পরে ।
কী এমন দোষ তার ?—লঘু অপরাধে
দিয়াছ কঠিন শাস্তি তুমি গো কোপনে ।
দূর হোক মলিনতা হৃদয় হইতে
ফুটুক প্রসন্ন হাসি দোঁহার আননে—’
সখীদের সাধাসাধি বাক্য-উপরোধে
ক্রোধ গেল দূরে—মন শান্ত হলো তার ।
সহসা ক্ষণিক পরে দুটি আঁখি হ’তে
নিঃশেষে ঝরিল অশ্রু—না ভরিল আর । ৬৬

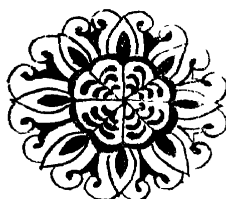


কবের্বাক্যম্ ॥

পাদাসক্তে সুচিরমিহ তে বামতা নৈব কান্তে
মন্দারম্ভে প্রণয়িনি জনে কোপনে কোঽপরাধঃ ।
ইত্থং তস্যাঃ পরিজনগিরা কোপবেগে প্রশান্তে
বাষ্পোদ্ভেদৈস্তদনু সহসা ন স্থিতং ন প্রবৃত্তম্ ॥ ৬৬

শঙ্কিতা ॥

কত অনুনয় ক'রে এনেছে ফিরায়ে
রোষবশে যে-পতিরে হয়েছিল বাম।
প্রশ্নবাণে ভ্রান্তমন—সে পতির মুখে
ভুলে বাহিরায় অন্য রমণীর নাম।
কর্ণে পশে নাই যেন হেন ভান ক'রে
বিরহ-কৃশাঙ্গী বালা নিরুত্তরে রয়
অসহনশীলা সব সখীরা তাহার
বুঝি-বা শুনিতে পেলে—মনে শঙ্কা হয়।
আছে কি এ-গৃহে তারা ? দেখে চারিপাশ-
নাই দেখি ফেলে বালা স্বস্তির নিশ্বাস। ৬৭



কবের্বাক্যম্ ॥

কথমপি কৃতপ্রত্যাপত্তৌ প্রিয়ে স্খলিতোত্তরে
বিরহকৃশয়া কৃত্বা ব্যাজং প্রকল্পিতমশ্রুতম্।
অসহনসখীশ্রোত্রপ্রাপ্তিং বিশঙ্ক্য সসংভ্রমং
বিবলিতদৃশা শূন্যে গেহে সমুচ্ছ্বসিতং পুনঃ ॥ ৬৭ ॥

সখীর নিকট একটি গোপন কথা ॥

'আলিঙ্গনে ঝ'রে পড়া
চন্দনের গুঁড়ো গুলো
চেয়ে দেখ কির্‌-কিরে করেছে শয্যারে ।
শুয়ো না-গো কোমলাঙ্গী
উহার উপরে তুমি—
হেথা এসো'—বলি বক্ষে তুলিল আমারে



তারপরে অকস্মাৎ
দংশিয়া অধর মোর
বিকল করিয়া দিয়া মন

দুপায়ের অগ্রভাগে
সাঁড়াশীর প্যাঁচ করি
সরাইল আমার বসন।
পরে কালোচিত যাহা সমাপন তারে
সেই ধূর্ত বঞ্চক-যে আয়োজন করে। ৬৮।

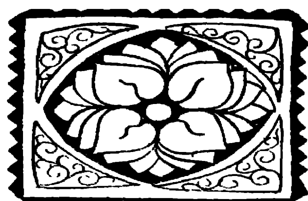


নায়িকা সখীমাহ ॥

পশ্যাশ্লেষবিশীর্ণচন্দনরজঃপুঞ্জপ্রকর্ষাদিয়ং
শয্যা সম্প্রতি কোমলাঙ্গি পরুষেত্যারোপ্য মাং বক্ষসি।
গাঢ়ৌষ্ঠগ্রহপীড়নাকুলতয়া পাদাগ্রসন্দংশকে-
নাকৃষ্যাম্বরমাত্মনো যদুচিতং ধূর্তেন তৎ প্রস্তুতম্ ॥ ৬৮ ॥

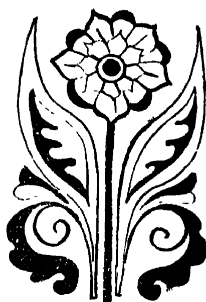
দূতীর শ্লেষোক্তি ॥

অবিরাম অশ্রুধারা
দিয়াছে সে আপনার জনে।
পূজ্য গুরুজনগণে
চিন্তাভার করেছে অর্পণ।
দৈন্য তার দিয়াছে সে
আপনার পরিজনগণে।
প্রিয় সখীদের হৃদে
রেখেছে সে তাপের জ্বলন।



শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট
আরম্ভ-যে হইয়াছে তার
পরম নির্বৃতি হবে
আজ কিংবা একদিন পরে

আশ্বস্ত হও-গো তুমি,
মন হ'তে ত্যজ চিন্তাভার—
বিরহ-সন্তাপ যত
দিয়াছে সে সবই ভাগ ক'রে। ৬৯



দূতী নায়কমুপালভতে ॥

অচ্ছিন্নং নয়নাম্বু বন্ধুষু কৃতং চিন্তা গুরুষর্পিতা
দত্তং দৈন্যমশেষতঃ পরিজনে তাপঃ সখীষাহিতঃ।
অদ্য শ্বঃ পরনির্বৃতিং ভজতি সা শ্বাসৈঃ পরং খিদ্যতে
বিস্রব্ধো ভব বিপ্রযোগজনিতং দুঃখং বিভক্তং তয়া ॥ ৬৯ ॥

কলহান্তরিতা ॥

'যাক্ ফেটে বুকখানা
মীনধ্বজ দেহটাকে
খুশি মতো দিক শীর্ণ ক'রে।
তার সনে ওলো মোর
নাহি আর কোনো কাজ
এমন চঞ্চল প্রেম যার—'
সখীদের নিকটেতে
সহসা বলিয়া উঠি
এই কথা দর্প মান ভরে,
হরিণাক্ষী চেয়ে দেখে
যে দিকে চলিয়া গেছে
প্রিয়তম দয়িত তাহার। ৭০।

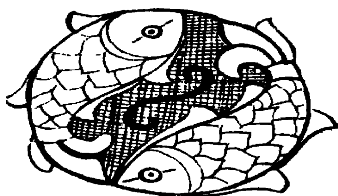
॥ ॥

নায়িকা সখীমাহ ॥

স্ফুটতু হৃদয়ং কামঃ কামং করোতু কৃশাং তনুং
ন সখি চটুলপ্রেম্না কার্যং পুনর্দয়িতেন মে।
ইতি সরভসং মানাটোপাদুদীর্য বচস্তয়া
রমণপদবী সারঙ্গাক্ষ্যা সশঙ্কিতমীক্ষিতা ॥ ৭০ ॥

এ কী ধৃষ্টতা ॥

নিঃশঙ্ক দংশনে অন্য এক নারী
অধরে করেছে ক্ষত।
দেখি তার প্রিয়া লীলা-পদ্মাঘাতে
দণ্ডে তারে বিধিমত।
আধো-আধো মুদি আঁখি পল্লব
নায়ক দাঁড়ায়ে রয়।



কমলের রেণু পড়িল-বা চোখে
ভামিনীর শঙ্কা হয়।
কুঞ্চিত করি ওষ্ঠ অধর,
গোলাপের কুঁড়ি সম,
সরাইতে চায় মুখের মারুতে
পদ্মপরাগ কণ।

ধূর্ত নায়ক, না-চাহিয়া ক্ষমা,
না-প'ড়ি চরণে তার
জড়াইয়া ধরি সেই দুটি ঠোঁটে
চুম্বিল বারে বার। ৭১

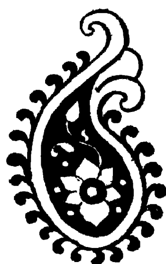


মানাপনোদনম্ ॥

লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতানিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
প্রেয়ান্‌কেসরদূষিতেক্ষণ ইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ।
কান্তা কুড্‌মলিতাননেন্দু দদতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্ততয়া তদা নতিমৃতে তেনাভবচ্চুম্বিতা ॥ ৭১

নায়িকার তিরস্কার ॥

একদিন তুমি আমি ছিনু এক দেহ—
ভেদাভেদ ছিল না কিছুই। পরে তার
তুমি প্রিয়তম পতি—নহ আর কেহ,
আমি প্রণয়িনী মাত্র—ছবি নিরাশার।
আজ আমি কলত্র তোমার—
তুমি প্রভু, নাথ মোর।
নাহি জানি কী-যে শেষ
এ-প্রাণের কুলিশ-কঠোর। ৭২



হীয়মানং প্রেম ॥

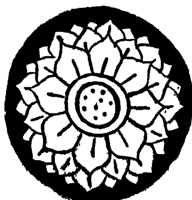
পুরাভূদস্মাকং প্রথমমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততো নু ত্বং প্রেয়ান্ বয়মপি হতাশাঃ প্রিয়তমাঃ।
ইদানীং নাথস্ত্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
হতানাং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্ ॥ ৭২ ॥

অভিশঙ্কা ॥

'ওগো সরলা বালা—

অবোধের মতো কাটাতেছ কাল—
এরূপ করিলে ঠকিবে পাছে।
সোজা পথ ছেড়ে ধর বাঁকা পথ—
মান ক'রে থাকো বঁধুর কাছে।'

এই উপদেশ শুনি সখী-মুখে
ভয়ে ভয়ে বালা তাহারে কয়—
'চুপি-চুপি বলো, শুনিতে পাবে-যে
প্রাণেশ্বর মোর হৃদয়ে রয়'। ৭৩।

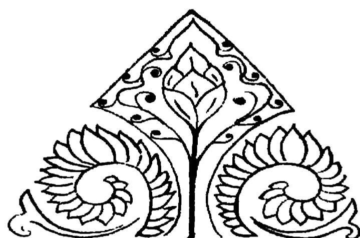


কবের্বাক্যম্ ॥

মুগ্ধে মুগ্ধতয়ৈব নেতুমখিলং কালং কিমারভ্যতে
মানং ধৎস্ব ধৃতিং বধান ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি।
সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতো হি ননু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি ॥ ৭৩ ॥

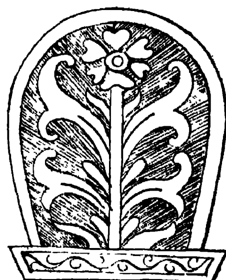
প্রোষিত-ভর্তৃকা ॥

আঙিনার বাপীতটে
মুকুল ঐশ্বর্যে ভরা
শ্যামশোভা আম্রের শাখায়
প্রচুর পরাগ মাখি
মধুলুব্ধ ভ্রমরীরা
গুঞ্জরিয়া আনন্দ জানায়।



তনু দেহখানি তার
আবরি আঁচলে বুঝি
আলম্বন করি শাখাটিরে
অন্তরের শত সাধ
কণ্ঠ মাঝে নিরোধিয়া
বধূটী ভাসিছে অশ্রুনীরে।

গুমরি-গুমরি ওঠে
রুদ্ধ বাসনার রাশি
রয়েছে যা হৃদয় ব্যাপিয়া
সে তীব্র ব্যথার শ্বাসে
উরজ কমল দুটি
কাঁপি ওঠে থাকিয়া থাকিয়া। ৭৪।



প্রোষিত ভর্তৃকা ॥

আলম্ব্যাঙ্গণবাপিকাপরিসরে চূতদ্রুমে মঞ্জরীং
সর্পৎসান্দ্রপরাগলম্পটরণদ্ভৃঙ্গাঙ্গনাশোভিনীম্।
মন্যে স্বাং তনুমুত্তরীয়শকলেনাচ্ছাদ্য বালা স্ফুরৎ-
কণ্ঠধ্বাননিরোধকম্পিতকুচশ্বাসোদগমা রোদিতি ॥ ৭৪ ॥

সখীর উপদেশ ॥

ভাবছি না সখী তোমার প্রেমের
কি-যে হবে পরিণতি।
সখীদের শত উপদেশ-বাণী
আজিকে করিছ হেলা।
কোথা অবসর তব এ-মানের
বল-গো চপল-মতি,
টানিয়া আনিছ প্রলয়-অগ্নি-
শিখার দহনমেলা।
পরিহর তুমি ক্রন্দন তব
শুনগো অবুঝ বালা—
এ-যে হবে শুধু অরণ্যের মাঝে
বৃথাই অশ্রু ঢালা। ৭৫

সখী নায়িকামুপালভতে ॥

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি তরলে সম্প্রতি কৃতঃ
সমাকৃষ্টা হ্যেতে প্রলয়দহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥ ৭৫ ॥

অনুমান ॥

পত্রলেখা মুছে গেছে গণ্ডস্থল হ'তে
দুটি করতল দিয়া চাপিয়া চাপিয়া।
অধরের সুধারস শুষেছে নিশ্বাস,
কণ্ঠলগ্ন অশ্রু ঝরে স্তন কাঁপাইয়া।—
ক্রোধ হইয়াছে দেখি প্রিয়তম তব—
নহি আমি—এই কথা হয় অনুভব। ৭৬।



নায়কো নায়িকামুপালভতে ॥

কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মৃদিতা
নিপীতো নিশ্বাসৈরয়মমৃতহৃদ্যোঽধররসঃ।
মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাষ্পঃ স্তনতটং
প্রিয়ো মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্ ॥ ৭৬ ॥

উৎকণ্ঠা ॥

বহুদিন পরে আসিয়াছে পতি
কতদূর সেই প্রবাস হ'তে।
দীর্ঘ দিনটা কাটাইল বালা
এঁকে শত ছবি মনের পটে।
শয়ন-মন্দিরে আসিয়া দেখে সে
আত্মীয়জনে ঘরটা ভরা।
বিবেচনাহীন বাজে কথা কয়—
চলিয়া যাইতে নাহিক ত্বরা।
অনঙ্গ-কাতরা তন্বী বধূটী
ছল করি তবে আর্তস্বরে—
'কিসে দংশিল আমারে'—বলিয়া
ওড়না ছুঁড়িল প্রদীপ'পরে। ৭৭

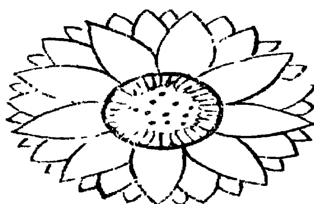


অভিপ্রায়ো ব্যক্ত এব ॥

আয়াতে দয়িতে মনোরথশতৈর্নীত্বা কথঞ্চিদ্দিনং
গত্বা বাসগৃহং জড়ে পরিজনে দীর্ঘাং কথাং কুর্বতি।
দষ্টাস্মীত্যভিধায় সত্বরপদং ব্যাধূয় চীনাংশুকং
তন্বঙ্গ্যা রতিকাতরেণ মনসা নীতঃ প্রদীপঃ শমম্ ॥ ৭৭ ॥

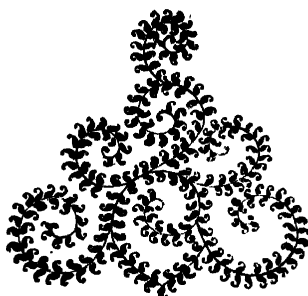
মর্মব্যথা ॥

আদি উদ্ভেদ উরসে আমার
দুটি অঙ্কুর পারা।
তোমার বক্ষপীড়ন-সুধায়
নিটোল পীবর তারা।
সংলাপ মোর মিলিয়া তোমার
বাক্য-ভঙ্গী মাঝে
চটুল হয়েছে ত্যজি সরলতা,
সেজেছে নূতন সাজে



মোর বাহুলতা ধাত্রীমায়েরে
থাকিত জড়ায়ে ধ'রে।
ছাড়ি সে-বাঁধন শিখেছে রাখিতে
তোমার কণ্ঠ'পরে।

এ-পথে চলো না—কী ব্যথা দিতেছ
বুঝিতে পার না তুমি।
কী করি-গো বলো— ওগো অকরুণ
ভুলেছ-যে এই ভূমি। ৭৮।

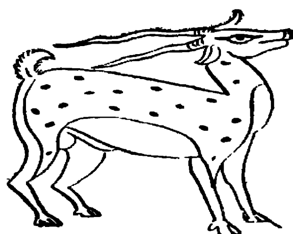


পরিত্যক্তা নায়িকা নায়কমুপালভতে ॥

রোহন্তৌ প্রথমং মমোরসি তব প্রাপ্তৌ বিবৃদ্ধিং স্তনৌ
সংল্লাপাস্তব বাক্যভঙ্গিমিলনান্মৌগ্ধ্যং পরং ত্যাজিতাঃ।
ধাত্রীকণ্ঠমপাস্য বাহুলতিকে কণ্ঠে তবাসঞ্জিতে
নির্দাক্ষিণ্য করোমি কিন্নু বিশিখাপ্যেষা ন পন্থাস্তব॥ ৭৮ ॥

অভীপ্সা ॥

একটি বারই চোখের দেখা—
সেই দেখাতেই মনে আমার
দাগ কেটে-যে বসে গেল
প্রাণকাড়া সেই ছবিটি তার।
কেমনে সে হ'বে আমার
পাব তারে কেমন ক'রে
বারে বারেই উঠছে মনে—
চলব আমি কী পথ ধ'রে।



প্রেমসাগরে জোয়ার এলে
সঞ্চারিকা পাঠিয়ে দূতী
বাঁধব তারে আলিঙ্গনে
মনে আমার এ-আকূতি

থাক্ সে কথা। রাস্তা যে-সব
তারই গৃহের আশে পাশে
ভ্রমণেতেও সে-সব পথে
ভরবে-যে মন রসোল্লাসে। ৭৯

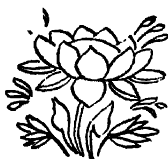


নায়কঃ সহচরমাহ ॥

চক্ষুঃপ্রীত্যা নিষণ্ণে মনসি পরিচয়াচ্চিন্ত্যমানেঽভ্যুপায়ে
যাতে রাগে বিবৃদ্ধিং প্রবিসরতি গিরাং বিস্তরে দূতিকায়াঃ।
আস্তাং দূরে স তাবৎসরভসদয়িতালিঙ্গনানন্দলাভ-
স্তদ্‌গেহোপান্তরথ্যাভ্রমণমপি পরাং নির্বৃতিং সংতনোতি ॥ ৭৯ ॥

আলেখ্য অতুলন ॥

শরম-বিহ্বলা বালা সম্ভোগের শেষে
শয্যাগৃহ নিষ্প্রদীপ করিবারে চায়।
খসি ক্ষীণ কটি হ'তে মেখলাটা এসে
জড়ায়েছে দুটো পায়ে—হলো এ কি দায়!
কিশলয় সম তার হাতের বাতাসে
দীপশিখা নিভাইতে হ'য়ে ব্যর্থকাম,
কবরী-বন্ধন হ'তে একান্ত হতাশে
ছুঁড়িল প্রদীপ-পানে শেষ মাল্যদাম।
না নিবে নির্লজ্জ শিখা। ব্যাকুল হইয়া
বার-বার ঢাকে হাতে পতির নয়ানে।
তারি অবসরে পতি, কৌতুকে হাসিয়া
চেয়ে দেখে মুগ্ধ নেত্রে সেই চিত্র পানে। ৮০



লজ্জাব্যাকুলা ॥

করকিসলয়ং ধৃত্বা ধৃত্বা বিলম্বিতমেখলা
ক্ষিপতি সুমনোমালাশেষং প্রদীপশিখাং প্রতি।
স্থগয়তি মুহুঃ পত্যুর্নেত্রে বিহস্য সমাকুলা
সুরতবিরতৌ রম্যং তন্বী পুনঃপুনরীক্ষ্যতে ॥ ৮০

সহযোগ-শিল্প ॥

মান ক'রে বালা চোখ দুটি বুজে
পিছন ফিরিয়া শুইয়া রয়।
বোঝা যায় বেশ, ভানমাত্র সেটা—
আসল নিদ্রা মোটেই নয়।
চতুর বঁধুয়া আসি আলিঙ্গিয়া
নানা ছন্দবন্ধে দেয় আদর,
কম্পিত করে নীবিবন্ধ ছোঁয়—
বধূও সরু করে তার কোমর। ৮১।



সহযোগিতা ॥

পরাচী কোপেন স্ফুটকপটমুদ্রামুকুলিতা
প্রবিশ্যাঙ্গেনাঙ্গং প্রণয়িনি পরীরম্ভচতুরে।
শনৈর্নীবীবন্ধং স্পৃশতি সভয়ব্যাকুলকরং
বিধত্তে সঙ্কোচগ্লপিতমবলগ্নং বরতনুঃ ॥ ৮১ ॥

বিপ্রলব্ধা ॥

যে-পথে আসিবে প্রিয়তম পতি
তার যত দূর যায়-যে দেখা
সেই দিক পানে চেয়ে রয় বালা
কত আকুলতা আঁখিতে লেখা ।
দিন প্রায় শেষ, ম্লান হয় আলো,
ঘনাইয়া আসে অন্ধকার ।
শূন্য হলো পথ, পান্থজনগণ
গমনাগমন করে না আর ।
ঘরের দিকেতে বাড়ালো চরণ—
মনোমাঝে তার নাহিক সুখ
'কাজ নাই এসে'—বলিয়া সহসা
ঘুরে দেখে ফের ফিরালো মুখ । ৮২



ঔৎসুক্যাতিশয়ঃ ॥

আদৃষ্টিপ্রসরাৎ প্রিয়স্য পদবীমুদ্‌বীক্ষ্য নির্বিণ্ণয়া
বিশ্রান্তেষু পথিম্বহঃপরিণতৌ ধ্বান্তে সমুৎসর্পতি ।
দত্ত্বৈকং সশুচা গৃহং প্রতি পদং পান্থস্ত্রিয়াস্মিন্‌ক্ষণে
মা ভূদাগত ইত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতম্‌ ॥ ৮২ ॥

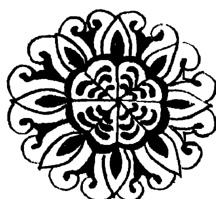
দূতী-নায়িকা-সংবাদ ॥

'হ্যাঁরে দূতী মুখখানা তোর
ঘামে কেন ভিজলো অমন ?'
'দেখছ-না কী জোরটা রোদের—
দিনটা আজকে কেমন গরম।'
'মাথার কালো চুলের গোছা
কি ক'রে তোর এলিয়ে গেলো ?'
'বাতাসখানার বিশ্রী রকম—
বইছে কেমন এলোমেলো।'



'দুটো ভুরুর মাঝখানেতে
কুম্‌কুমের-না ছিল ফোঁটা ?'
'ওমা-ওমা, ওড়না লেগে
মুছে গেছে সেটাই গোটা !'
'দেখি, দেখি, আয়তো হেথায়—
চোখ দুটো তোর লাল কেন রে ?'
'রাগ হলো-যে কথাতে তার—
বকাবকি করার তরে।'

‘এলিয়ে এলিয়ে পড়িস্ কেন ?
এ-যে আবার কী হলো তোর ?’
‘যাতায়াতের পথটা কি কম ?—
বড্ড কষ্ট হয়েছে মোর।’
‘বেশ বোঝালি। জবাবটা তোর
ভালো ক’রেই জুগিয়ে ওঠে।—
বল্ দেখি লা— কেমন ক’রে
দাগটা হলো নিচের ঠোঁটে ?’। ৮৩



দূত্যা নায়িকায়াশ্চ প্রশ্নোত্তররূপা বাক্যমালা ॥

স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচনে
রোষাৎ তদ্‌বচনোদিতাদ্ বিলুলিতা নীলালকা বায়ুনা।
ভ্রষ্টং কুঙ্কুমমুত্তরীয়কষণাৎ ক্লান্তাসি গত্যাগতৈ-
র্যুক্তং তৎসকলং কিমত্র বদ হে দূতি ক্ষতস্যাধরে ॥ ৮৩

উপদেশাত্মক ॥

কঠিন হৃদয় পাষানী-গো, ভুল শুনেছ তুমি—
জেনো মনে ওসব কথার নেইকো ভিত্তি-ভূমি।
তুষ্টজনের বাজে কথায়
মনটা আমার ভরছ ব্যথায়
উচিত কি হয় এইটে তোমার
বলো দেখি শুনি ?
আর সত্যি ব'লেই স্থির যদি-গো ক'রে থাকো প্রিয়ে
তবে, শোনো তুমি ও সরলে
মনটা তোমার যেমন বলে
তেমনি করেই হও-গো সুখী
তুমি আমায় নিয়ে। ৮৪।



নায়কো নায়িকাং সান্ত্বয়ন্নাহ ॥

কঠিনহৃদয়ে মুঞ্চ ভ্রান্তিং ব্যলীককথাশ্রয়াং
পিশুনবচনৈর্দুঃখং নেতুং ন যুক্তমিমং জনম্।
কিমিদমথবা সত্যং মুগ্ধে ত্বয়াদ্য বিনিশ্চিতং
যদভিরুচিতং তন্মে কৃত্বা প্রিয়ে সুখমাস্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥

আত্মসমর্পণ ॥

শিখেছি যতনে ভ্রূ-দুটি বাঁকায়ে
কেমনে দেখাতে হয়-যে ক্রোধ।
কেমনে আমার এ-চোখ দুটিকে
হেলা জানাইয়ে মুদিতে হয়
হাসিটা আমার যখন যেমন
প্রয়োজন মত করিতে রোধ।
কথা বন্ধ ক'রে দেখাতে শিখেছি
মনটা আমার নরম নয়।
ধৈর্য শিখেছি। স্থির করেছি-যে
রহিব এবার মানের ভরে।
সিদ্ধি অসিদ্ধি ছাড়িয়া দিয়েছি
দৈবের লেখা ললাট'পরে। ৮৫।



মানশিক্ষানন্তরং নায়িকা ॥

ভ্রূভেদো গুণিতশ্চিরং নয়নয়োরভ্যস্তমামীলনং
রোদ্ধুং শিক্ষিতমাদরেণ হসিতং মৌনেঽভিযোগঃ কৃতঃ।
ধৈর্যং কর্তুমপি স্থিরীকৃতমিদং চেতঃ কথঞ্চিন্ময়া
বদ্ধো মানপরিগ্রহে পরিকরঃ সিদ্ধিস্তু দৈবে স্থিতা ॥ ৮৫

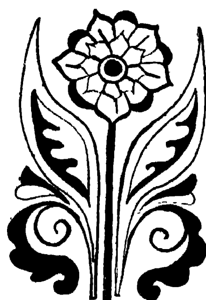
রহস্য ॥

শয্যায় আসিলে কান্ত
তখনই আপনা হ'তে
খসে গেল নীবিবন্ধ মোর
বসন নিতম্বে নামে,
ক্ষণেক বাঁধিয়া রাখে
শ্লথ-গ্রন্থি মেখলার ডোর-



ওগো সখী এইমাত্র হয়-যে স্মরণ
পরে স্পর্শ-সুখালসে
আঁখি বুঝি মুদে আসে
কোথা আমি, কেবা আমি,
কেবা সেই জন।

হলো কি-যে কোন কর্ম
কিছু না বুঝিনু মর্ম
কিরূপে-বা ওলো তার
হলো সমাপন। ৮৬।



নায়িকা সখীমাহ ॥

কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং তৎক্ষণাৎ
তদ্‌বাসঃ শ্লথমেখলাগুণধৃতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্।
এতাবৎ সখি বেদ্মি কেবলমহং তস্যাঙ্গসঙ্গে পুনঃ
কোঽসৌ কাস্মি রতং তু কিং কথমিতি স্বল্পাপি মে ন স্মৃতিঃ ॥ ৮৬

মর্মস্পর্শি ॥

সে-যে কত সেধেছিল পা-দুখানা ধ'রে।
কেন ফিরাইয়াছিনু ক'রে অনাদর!
নিশিদিন এখন-যে অশ্রুবারি ঝরে
আঁখি হ'তে নিদ্রা আজ হ'য়েছে অন্তর।
তার সেই মুখখানি দেখিবার আশে
হৃৎপিণ্ড যেন মোর যায় উখড়িয়া
মুখখানা পুড়িতেছে সদা তপ্তশ্বাসে
দেহ মোর গেল বুঝি তাপে শুখাইয়া।

কী মনে করিয়া সখী, বলো গো আমারে
শিখাইয়াছিলে হেন মান করিবারে। ৮৭।

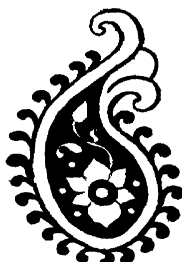


পশ্চাত্তাপং গতবতী নায়িকা ॥

নিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্মূলমুন্মূল্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং নক্তংদিবং রুদ্যতে।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ
সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ ॥ ৮৭ ॥

ঔদাসীন্য ॥

(সে-তো) দেয়নি-কো বাধা প্রবেশ করিতে
গৃহের অভ্যন্তরে ।
হয়নি বিমুখী । রোষকর্কশ
করেনি তিরস্কার ।
(সুধু) আঁখি দুটি তুলি সরল সহজে
চেয়ে রয় তার'পরে—
সে যেন অন্য সাধারণ জন—
নহেক কান্ত তার । ৮৮ ।

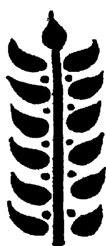


নায়িকায়া আকারগোপনপ্রকারঃ ॥

নান্তঃ প্রবেশমরুণৎ বিমুখী ন চাসী-
দাচষ্ট রোষপরুষাণি ন চাক্ষরাণি ।
সা কেবলং সরলপক্ষ্মভিরক্ষিপাতৈঃ
কান্তং বিলোকিতবতী জননির্বিশেষম্ ॥ ৮৮ ॥

দৈবানুকূলতা ॥

ক্রীড়াচ্ছলে চুরি করা পরিধেয় তরে
বিলম্ব-বিহ্বলা বালা অনুনয় করে।
তখন সে রণশেষে বিশ্বজয়ী মার
উঠাইয়া যেতেছিল স্কন্ধাবার তার।
আর্তি শুনি, করিবারে সাহায্য-প্রদান
তখনই ফিরিয়া এলো লয়ে পঞ্চবাণ। ৮৯।



সাহায্য-প্রার্থিনী ॥

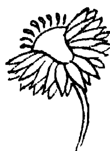
প্রিয়কৃতপটস্তেয়ক্রীড়াবিলম্বনবিহ্বলাং
কিমপি করুণালাপাং তন্বীমুদীক্ষ্য সসংভ্রমম্।
অপি বিগলিতে স্কন্ধাবারে গতে সুরতাহবে
ত্রিভুবনমহাধন্বী স্থানে ন্যবর্তত মন্মথঃ ॥ ৮৯ ॥

শাশ্বতী ॥

সে রয়েছে প্রাসাদের প্রতি কক্ষ মাঝে
দিকে-দিকে রয়েছে সে করি অনুভব।
সম্মুখে রয়েছে সে-যে অপরূপ সাজে
সেই-যে গো পিছনের যাহা কিছু সব।

দেখি সে রয়েছে ওই পালঙ্কে শয়ান
বিয়োগ-ব্যথিত চিত্তে তারই সংবেদন
পথে পথে, প্রতিপদে সে-যে বর্তমান—
ভিন্ন সত্তা নাই মোর, দেখো ওরে মন।

এ জগতে সবই সেই—সবই আত্মা তার—
কী আর অদ্বৈতবাদে করেছে প্রচার ?। ৯০

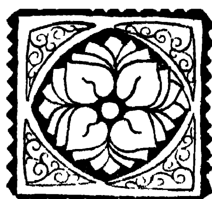


কোঽয়মদ্বৈত বাদঃ ॥

প্রসাদে সা দিশি দিশি চ সা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্‌বিয়োগাতুরস্য।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা সা
সা সা সা সা জগতি সকলে কোঽয়মদ্বৈত বাদঃ ॥ ৯০ ॥

অতুলনা ॥

চন্দনে চর্চিত অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ-শোভা।
ওষ্ঠ মৃদু কিশলয়, আতাম্র তাম্বূলে,
ধারাযন্ত্র-জলধারে ধুয়েছে অঞ্জন,
ক্ষীণ পুষ্পগন্ধ-লেখা কবরীর মূলে।
সূক্ষ্মবাস—দেহে যেন মিশে যায় এসে,
কান্তা কমনীয়া গ্রীষ্ম দিবসের শেষে। ৯১

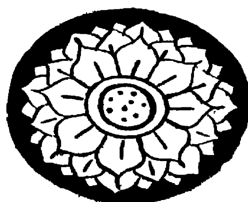


কান্তানাং কমনীয়তা ॥

অঙ্গং চন্দনপাণ্ডু পল্লবমৃদুস্তাম্বূলতাম্রোঽধরো
ধারাযন্ত্রজলাভিষেককলুষে ধৌতাঞ্জনে লোচনে।
অন্তঃপুষ্পসুগন্ধিরাজিকবরী সর্বাঙ্গলগ্নাম্বরং
কান্তানাং কমনীয়তাং বিদধতে গ্রীষ্মেঽপরাহ্লাগমে ॥ ৯১ ॥

তৃষ্ণা দ্বিগুণিত ॥

পিপাসার্ত হ'য়ে আমি
করিনু যেদিন পান
প্রিয়ার অধর-রস
প্রাচুর্য-বিধানে—
সেই দিন হ'তে তৃষ্ণা
দ্বিগুণিত পরিমাণ।
কিবা চিত্র—মধু তায়
কেবা নাহি জানে ! । ৯২ ।

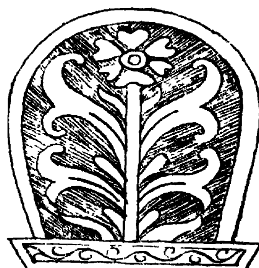


লাবণ্যমস্তি বহু ॥

পীতো যতঃ প্রভৃতি কামপিপাসিতেন
তস্যা ময়াধররসঃ প্রচুরঃ প্রিয়ায়াঃ ।
তৃষ্ণা ততঃ প্রভৃতি মে দ্বিগুণত্বমেতি
লাবণ্যমস্তি বহু তত্র কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৯২ ॥

প্রত্যর্পণ-প্রার্থনা ॥

যতনে আদরে হৃদে ধরেছ যাহারে
সেই ক্রোধ হোক প্রিয় কমল-নয়নী।
চুম্বন, আশ্লেষ যাহা দিয়াছি তোমারে
ফিরে দাও সে-সকল, ওগো সুবদনী। ৯৩।

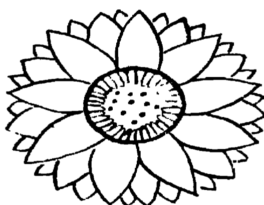


আশ্লেষম্ চুম্বনম্ চ মহ্যং প্রত্যর্পয় ॥

কোপস্ত্বয়া হৃদি কৃতো যদি পঙ্কজাক্ষি
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্বমুচ্চৈ-
র্মহ্যং সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনং চ ॥ ৯৩ ॥

চমৎকারিণী ॥

দুটি কদলীর তরু
　　　　দুটি পীন উরু-ভঙ্গিমায় ।
পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ দুটি
　　　　লাবণ্য-মাধুরীভরা স্তনে
জঘন-প্রসার ওই, হরিণাক্ষী,
　　　　বেদী রচনায়
হইয়াছে মনোভব
অভিষেক-উৎসব কল্পনে । ৯৪ ।

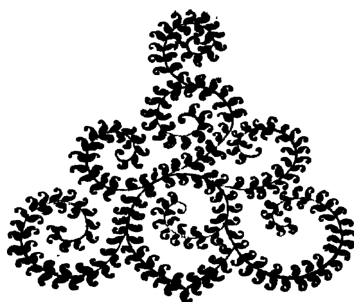


মনোভব অভিষেকোৎসবঃ ॥

উরুদ্বয়ং মৃগদৃশঃ কদলস্য কাণ্ডৌ
　　　　মধ্যং চ বেদিরতুলং স্তনযুগ্মমস্যাঃ ।
লাবণ্যবারিপরিপূরিতশাতকুম্ভ-
　　　　কুম্ভৌ মনোজনৃপতেরভিষেচনায় ॥ ৯৪

সংশয় ॥

সরস চন্দনপঙ্ক আর আর্দ্রবাস,
স্তনাগ্রচূড়ায় স্নিগ্ধ শশাঙ্ক-কিরণ।
কণ্ঠে পুষ্পমালা, ক্রোড়ে কমলের রাশ—
হবে-কি কামাগ্নি শান্ত?—এরা-যে ইন্ধন। ৯৫

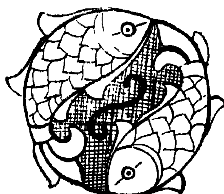


কথং নির্বাণমেষ্যতি ॥

হারো জলার্দ্রবসনং নলিনীদলানি
প্রালেয়শীকরমুচস্তুহিনাংশুভাসঃ।
যস্যেন্ধনানি সরসানি চ চন্দনানি
নির্বাণমেষ্যতি কথং স মনোভবাগ্নিঃ ॥ ৯৫ ॥

সমস্যা ॥

সে-যে গো তরুণী বালা, মোর কিন্তু লজ্জা অতিশয়
রমণী-সে, অধৈর্য হই-যে আমি তাহারে হেরিয়া।
পীবর দুইটি স্তন, বক্ষ জুড়ি ভার হ'য়ে রয়—
দেখে তাই, আহা মোর খেদ জন্মে হৃদয় ভরিয়া।
জঘন-গৌরব তার, আয়ত-যে মেদিনী-প্রসার,
দেখে মোর চলিবার শক্তি লোপ পায়।
অদ্ভুত অকাণ্ড দেখি বিচারের শক্তি মানে হার।
বিকার অন্যের দেহে—আমার নিগ্রহ কেন তায়। ৯৬



সমাকুলতা ॥

সা বালা বয়মপ্রগল্‌ভমনসঃ সা স্ত্রী বয়ং কাতরাঃ
সা পীনোন্নতিমৎপয়োধরযুগং ধত্তে সখেদা বয়ম্।
সাক্রান্তা জঘনস্থলেন গুরুণা গন্তুং ন শক্তা বয়ম্
দোষৈরন্যজনাশ্রয়ৈরপটবো জাতাঃ স্ম ইত্যদ্ভুতম্ ॥ ৯৬ ॥

বিস্ময় ॥

বিমর্দিত পাণ্ডুদেহ রতিরঙ্গ শেষে,
স্বেদবিন্দু-পত্রলেখা-শোভিত আনন।
আঁখি, অর্ধ নিমীলিত আশ্লেষ-আবেশে—
হৃদয় ভাঙেনা কেন হইলে স্মরণ। ৯৭।



বিস্ময়ঃ ॥

কান্তামুখং সুরতকেলিবিমর্দখেদ-
সঞ্জাতঘর্মকণবিচ্ছুরিতং রতান্তে।
আপাণ্ডুরং বিলসদর্ধনিমীলিতাক্ষং
সংস্মৃত্য হে হৃদয় কিং শতধা ন যাসি ॥ ৯৭ ॥

অনুনয় ॥

যাও তবে, স্থির যদি ক'রে থাক মনে।
কিন্তু বল প্রিয়তম কেন এত ত্বরা ?
দাঁড়াও বারেক হেথা বিদায়ের ক্ষণে,
দেখি তব মুখখানি—আনন্দ পসরা।
এ-সংসারে স্রোত ব'হে চলে জীবনের
সময়ের গতি সহ অবিরাম ধারে।
হবে-কি মিলন পুনঃ হেথা আমাদের ?
সে-কথা বল গো তুমি কে বলিতে পারে। ৯৮।

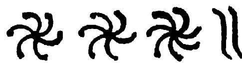


অনুনয়ঃ ॥

গন্তব্যং যদি নাম নিশ্চিতমহো গন্তাসি কেয়ং ত্বরা
দ্বিত্রাণ্যেব পদানি তিষ্ঠতু ভবান্‌পশ্যামি যাবন্মুখম্‌।
সংসারে ঘটিকাপ্রণালবিগলদ্বারা সমে জীবিতে
কো জানাতি পুনস্ত্বয়া সহ মম স্যাৎ বা ন বা সঙ্গমঃ ॥ ৯৮ ॥

চিন্তান্বিতা ॥

আমায় ধরেছে মানের বেয়াধি,
যেতে তার কাছে পারিনা তাই।
চাতুরী করিয়া কিংবা হাতে ধ'রে
নিয়ে যাবে,—হেন সখীও নাই।
তারও আছে মান,—সে মানের দেখি
রয়েছে-যে বেশ ভারি ওজন।
পাছে হয় লঘু তাইতো তাহারও
স্বয়ং আসিতে নাহিক মন।
সময় যেতেছে—জীবনটাও-যে
চলেছে তাদেরই সঙ্গী ক'রে—
(মাগো) কী গতি-যে হবে এই ভাবনায়
মনটা উঠিছে দুঃখে ভ'রে। ৯৯।



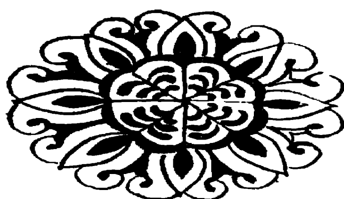
চিন্তান্বিতা ॥

মানব্যাধিনিপীড়িতাহমধুনা শক্নোমি তস্যান্তিকং
নো গন্তং ন সখীজনোঽস্তি চতুরো যো মাং বলান্নেষ্যতি।
মানী সোঽপি জনো ন লাঘবভয়াদভ্যেতি মাতঃ স্বয়ং
কালো যাতি চলং চ জীবিতমিতি ক্ষুণ্ণং মনশ্চিন্তয়া ॥ ৯৯ ॥

অভিলাষ ॥

‘চোখ বুজে প্রিয়তমে,
কাটাইয়া দিও তুমি
বেশী নয়, বেশী নয়—
এই ক’টা দিন।’

‘বেশ, বেশ, তাই হ’বে
রহিব-গো আঁখি মুদি
যাবত না দশদিক
শূন্যে হয় লীন।’



‘আসিব, আসিব আমি’’
‘আসিবে জানি-গো তুমি
বন্ধুদের ভাগ্যোদয়ে
আপনার ধামে।

'আমার প্রবাস কালে
কিবা অভিলাষ তব'
'তীর্থে, তীর্থে জলাঞ্জলি
দিও মোর নামে।'। ১০০।



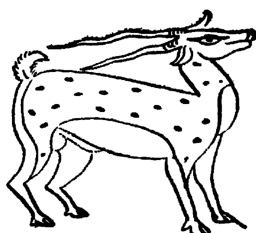
মনোঽভিলাষঃ॥

কান্তে কত্যপি বাসরাণি গময় ত্বং মীলয়িত্বা দৃশৌ
স্বস্তি স্বস্তি নিমীলয়ামি নয়নে যাবন্ন শূন্যা দিশঃ।
আয়াতা বয়মাগমিষ্যসি সুহৃদ্বর্গস্য ভাগ্যোদয়ৈঃ
সন্দেশো বদ কস্তবাভিলষিতস্তীর্থেষু তোয়াঞ্জলিঃ॥ ১০০॥

১৬

প্রসাদিত ॥

অন্য রমণীর সনে গোপনে প্রণয় ক'রে
যে-জন করেছে অপরাধ
মদালসা নায়িকার নব কিসলয় সম
অলক্তাক্ত, নূপুর মণ্ডিত-
চরণ-আঘাত পেয়ে বিধিমত শাসনেতে
যেই জন হয়েছে দণ্ডিত—
তারে অঙ্গীকার করি মকরকেতন দেব
দিয়াছেন আপন প্রসাদ। ১০১



কামপুরুষার্থস্য উপাদেয়ত্বম্ ॥

সালক্তকেন নবপল্লবকোমলেন
পাদেন নূপুরবতা মদলালসেন।
যস্তাড্যতে দয়িতয়া প্রণয়াপরাধাৎ
সোঽঙ্গীকৃতো ভগবতা মকরধ্বজেন ॥ ১০১

অ তি রি ক্ত



ত্রুটি স্বীকার

অনবধানতার জন্যে ২৯ সংখ্যক শ্লোকে আর তার অনুবাদে ৩০ সংখ্যা দেওয়া হয়ে গেছে। পরের কবিতা আর শ্লোকগুলিতে ঐ ভুলটা পরপর চলে এসেছে। অমরুশতকের বিভিন্ন সংস্করণে সংখ্যাবোধক অঙ্কের সর্বত্র সমরূপতা নেই। ১০১ শ্লোকটিকে ১০০ ধ'রে অমরুশতক পূর্ণ করলে অসুবিধা হবে না। আর ৩০ হ'তে পরপর সংখ্যাগুলিরও অঙ্ক এক ক'রে কম ধরতে হবে। এই ত্রুটির জন্যে মার্জনা চাইছি।

অনুবাদক

ধূর্ততা ॥

সখীরা আমায় যে-সব কথা
শিখিয়েছিল ক'দিন ধ'রে,
সে-সব আমি শুনিয়ে দেবো
ভাবনা ছেড়ে, ভয় না ক'রে।
মুখ বুজে তাই করি অভ্যাস মনে মনে।
ধূর্ত সে-যে—এলো দেখো চুপে চুপে।
ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলয়িত করি দুইটি স্তনে
বাঁধলো আমায় আলিঙ্গনে,
হাসির সনে। অঃ ১।



ধূর্ততা ॥

সখ্যস্তানি বচাংসি যানি বহুশোঽধীতানি যুস্মন্মুখাৎ
বক্ষ্যেঽহং বহুশিক্ষিতা ক্ষণমিতি ধ্যাত্বাপি মৌনং শ্রিতা।
ধূর্তেনৈত্য চ মণ্ডলীকৃতকুচং গাঢ়ং পরিষ্বজ্য মাং
পীতান্যেব সহাধরেণ হসতা বক্ত্রস্থিতান্যেব মে ॥ অঃ ১ ॥

অক্ষমতা ॥

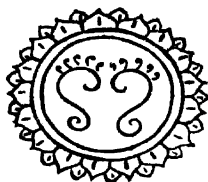
বিরহে কাতর ক্ষীণ দেহটিকে
নিবিড় আলিঙ্গন।
হঠাৎ আসিয়া আমার অধরে
ঘন ঘন চুম্বন।
সু-দীন বচন শত চাটুবাণী
পতন চরণ তলে—
এ-সকল লাভ সহজেই হয়
মান করিবার ফলে।
তবুও-যে আমি, কী করি বলগো,
পারিনা করিতে মান।
সে-যে-গো আমার হৃদয়-দয়িত,
সে-যে-গো আমার প্রাণ। অঃ ২।

তথাপি নোৎসহে

চরণপতনং সাস্রালাপা মনোহরচাটবঃ
কৃশতরতনোর্গাঢ়াশ্লেষো হঠাৎপরিচুম্বনম্।
ইতি বহুফলো মানারম্ভস্তথাপি চ নোৎসহে
হৃদয়দয়িতঃ কান্তঃ কামং কিমত্র করোম্যহম্॥ অঃ ২

সৌভাগ্য-প্রসাদ ॥

রম্যকান্তি শতদল কমল-নিন্দিত
অলক্ত-রঞ্জিত পদ, নূপুর-শিঞ্জিত—
কুপিতা হইয়া সেই চঞ্চল-নয়নী
রাত্রে নায়কের শিরে দিয়াছিল ধনী।
যেন মুক্ত করিবারে তার অপরাধ
সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ছুটি নির্মাল্য-প্রসাদ। অঃ ৩



সৌভাগ্যচিহ্নং ॥

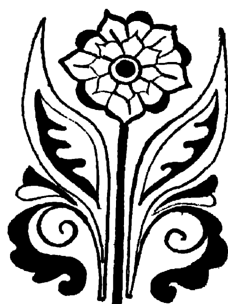
সালক্তকং শতদলাধিককান্তিরম্যং
রাত্রৌ স্বধামনিকরারুণনূপুরাঙ্কম্।
ক্ষিপ্তং ভৃশং কুপিতয়া তরলায়তাক্ষ্যা
সৌভাগ্যচিহ্নমিব মূর্ধ্নি পদং বিরেজে ॥ অঃ ৩ ॥

উপেক্ষা ॥

প্রথম সখী।— আসুক, আসুক দিবা—না চাহি নিশায়।

দ্বিতীয় সখী।—না—না, দিবা চাহিবারে নাহি লয় মন।

তৃতীয় সখী।— দুইটারই উৎসাদন যেন হ'য়ে যায়,
যদি নাহি হয় তায় প্রিয়-সমাগম। অঃ ৪



বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
নন্থু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদপি ব্রজতু ক্ষয়ং
প্রিয়তমেন ন যত্র সমাগমঃ ॥ অঃ ৪ ॥

দুঃসহ দুঃখ ॥

'শুন বালা, কর তুমি রোষ পরিহার।'
'রোষবশে বলো কি গো করেছি তোমার?'
'ব্যথিত করেছ মোরে তব আচরণে।'
'তব কোনো অপরাধ না আসে স্মরণে—
সর্বদোষ আমারই।' 'কেন এ-রোদন
তবে—কণ্ঠ গদগদ?' 'আমার বেদন
কার অগ্রে নাথ?'—'একান্তই অগ্রে মোর।'
'বলো, তোমাতে আমাতে কী বন্ধন ডোর—
কী সম্বন্ধ তব সনে?' 'একি প্রশ্ন তব—
দয়িতা-যে তুমি মোর—আর কিবা কব।'
'নহি-নহি প্রভু—ভুলিতে-যে নাহি পারি—
দাও নাই সে-মর্যাদা—তাই অশ্রু বারি।' অঃ ৫।



নায়িকানায়কয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তিঃ ॥

বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি রুষং রোষান্ময়া কিং কৃতং
খেদোঽস্মাসু ন মেঽপরাধ্যতি ভবান্ সর্বেঽপরাধা ময়ি।
তৎ কিং রোদিষি গদ্‌গদেন বচসা কস্যাগ্রতো রুদ্যতে
নন্বেতন্মম কা তবাস্মি দয়িতা নাস্মীত্যতো রুদ্যতে ॥ অঃ ৫ ॥

হিতৈষণা ॥

এলায়ে দেহ তরুণী শুয়ে
শিথানে থুয়ে শির
আধেক চাঁদ কপাল ঘেরি
কুটিল কেশপাশ।
বেড়িয়া তায় মালতী মালা
ছড়ায় মধু বাস।
সুরত-গ্লানি হরণ করে
নিশীথ সমীর। অঃ ৬।

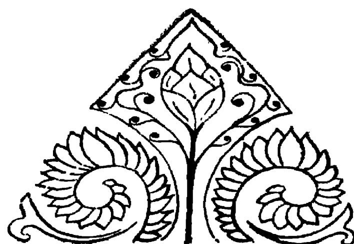


হিতৈষণা ॥

ললনালোলধম্মিল্লমল্লিকামোদবাসিতাঃ।
বান্তি রাত্রৌ রতক্লান্তকামিনীসুহৃদোঽনিলাঃ ॥ অঃ ৬

আদর ॥

প্রভাত-সমীর, বহি কমল সৌরভ,
কভু বহি সপ্তপর্ণ পুষ্পের বৈভব,
নবসঙ্গ-শ্রান্ত দেহ বালা বধূটীর
আদরে জুড়ায়ে দেয় অলস শরীর। অঃ ৭

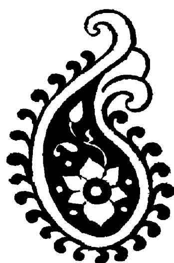


আদরঃ ॥

বান্তি কহ্লারসুভগাঃ সপ্তচ্ছদসুগন্ধয়ঃ।
বাতা নবরতিম্লানবধূসঙ্গমমন্থরাঃ ॥ অঃ ৭

প্রহেলিকা ॥

মধু হাসি যবে প্রিয়া
সম্ভাষিল নিকটে আসিয়া—
বুঝিতে না পারি আমি
ভাবিতেছি অবাক হইয়া—
সকল ইন্দ্রিয় মোর
কর্ণ হ'য়ে শোনে কি সে ভাষা
অথবা হইয়া আঁখি
মিটাইছে দর্শন-পিপাসা। অঃ ৮



প্রহেলিকা ॥

ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্বাণ্যঙ্গানি কিং যান্তি নেত্রতাং কিমু কর্ণতাম্ ॥ অঃ ৮

ঔৎসুক্য ॥

ব্যবধান আছে কত-না দেশের
নদীও রয়েছে কত।
বহু কাননের রয়েছে আড়াল
উঁচু পর্বত শত।
যত্ন ক'রেও—যতই হোক না
দেখিতে পাবে না তারে—
এ-কথা জেনেও দর্শন লাগি
কান্ত আশা না ছাড়ে।
পায়ের আঙুল-আগেতে উঠায়ে-
উঁচু ক'রে দেহটারে
উঠাইয়া গ্রীবা, আঁখিজল মুছে
চেয়ে দেখে বারে বারে। অঃ ৯



ঔৎসুক্যং ॥

দেশৈরন্তরিতা শতৈশ্চ সরিতামুর্বীভৃতাং কাননৈ-
র্যত্নেনাপি ন যাতি লোচনপথং কান্তেতি জানন্নপি।
উদ্‌গ্রীবশ্চরণাগ্ররুদ্ধবসুধঃ প্রোমৃজ্য সাস্রে দৃশৌ
তামাশাং পথিকস্তথৈব কিমপি ধ্যায়ন্মুহুর্বীক্ষতে ॥ অঃ ৯ ॥

নৈরাশ্য ॥

হরিণাক্ষী তরুণীর
স্তনমণ্ডলের'পরে
লুটাইছে ওই মুক্তাহার।
তারই যদি এই দশা
স্মর-শর-পীড়িতের
বর্ণনা-গো কী করিব আর। অঃ ১০।



নিরাশা ॥

হারোঽয়ং হরিণাক্ষীণাং লুঠতি স্তনমণ্ডলে।
মুক্তানামপ্যব্যবস্থেয়ং কে বয়ং স্মরকিঙ্করাঃ ॥ অঃ ১০ ॥

প রি শি ষ্ট



নায়িকার অষ্ট অবস্থা

[প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ, উজ্জ্বল-চন্দ্রিকা হইতে]

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা আর উৎকণ্ঠিতা।
খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, হয় কলহান্তরিতা ॥
প্রোষিত-ভর্তৃকা আর স্বাধীন-ভর্তৃকা।—
এই অষ্ট অবস্থাতে রহয়ে নায়িকা ॥

১। অভিসারিকা

অভিসার করায় কান্তে, নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না, তমোযোগ্য বেশ অভিসারে ধরে ॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গ, নিঃশব্দ-ভূষণ।
অঙ্গ ঝাঁপি চলে সঙ্গে সখী একজন ॥

২। বাসকসজ্জা

কান্ত আসিবে বলি সজ্জা করে ঘরে।
নিজ অঙ্গে কত কত অলংকার ধরে ॥
ইহার চেষ্টা, স্মরক্রীড়া করে মনে মন।
সখীর কৌতুকবার্তা দূতী দরশন ॥

৩। উৎকণ্ঠিতা

প্রিয়ের বিলম্ব দেখি বিরহে পীড়িতা।
ভাবজ্ঞেরগণ তারে কহে উৎকণ্ঠিতা ॥
তার চেষ্টা হৃত্তাপ, অঙ্গের কম্পন।
বসি চিন্তা করে অনাগতির কারণ ॥
বহু দুঃখ অশ্রু কত বহএ নয়নে।
আপনার দুঃখাবস্থা কহে সখীগণে ॥

৪। খণ্ডিতা

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্য সনে।
রতিচিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে ॥
তা দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস।
কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহু ভাষ ॥

৫। বিপ্রলব্ধা

সঙ্কেত করিয়া যার পতি নাহি মিলে।
দুঃখিত হৃদয়া, তারে বিপ্রলব্ধা বলে ॥
মূর্ছা. নিশ্বাস বহে, করে বহু খেদ।
দুনয়নে অশ্রু বহে, অধিক নির্বেদ ॥

৬। কলহান্তরিতা

খণ্ডিতা হইয়া করে পতির তাড়ন।
পশ্চাৎ হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ॥
প্রলাপ, নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন
কলহান্তরিতা তারে কহে কবিগণ॥

৭। প্রোষিতভর্তৃকা

দূরদেশে পতি গেলে নারীর দুঃখ হয়।
প্রোষিতভর্তৃকা-পদে তাহাকে কহয়॥
প্রিয়-সঙ্কীর্তন, জাড্য, অঙ্গের মালিন্য।
ক্ষীণ অঙ্গ, চিন্তা, অস্থির, জাগরণ, দৈন্য।
প্রলাপাদি চেষ্টা প্রোষিতভর্তৃকার।
প্রিয়ের আগতি চিন্তা করে বার বার॥

৮। স্বাধীনভর্তৃকা

যার বশ নায়ক নিকটে সদা রয়।
স্বাধীনভর্তৃকা পদে তাহাকেই কয়॥
পতি করে নানা রস কুসুম-চয়ন।
বশ হৈয়া করে প্রিয়ার অঙ্গের ভূষণ

[সাহিত্য-দর্পণ হইতে]

১। অভিসারিকা

অভিসারয়তে কান্তং যা মন্মথ বশংবদা।
স্বয়ং বাঽভিসরত্যেষা ধীরৈরুক্তাঽভিসারিকা।

২। বাসকসজ্জা

কুরুতে মণ্ডনং যা তু সজ্জিতে বাসবেশ্মনি।
সা তু বাসকসজ্জাস্যাৎ বিদিত প্রিয় সঙ্গমা॥

৩। উৎকণ্ঠিতা

আগন্তুং কৃত চিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি চেৎ প্রিয়ঃ।
তদনাগমদুঃখার্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥

৪। খণ্ডিতা

পার্শ্বমেতি প্রিয়ো যস্যা অন্যসম্ভোগচিহ্নিতঃ।
সা খণ্ডিতেতি কথিতা ধীরৈরীর্ষ্যা কষায়িতা॥

৫। বিপ্রলব্ধা

প্রিয়ঃ কৃত্বাপি সঙ্কেতং যস্যা নায়াতি সন্নিধিম্।
বিপ্রলব্ধাতু সা জ্ঞেয়া নিতান্তমবমানিতা ॥

৬। কলহান্তরিতা

চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা।

৭। প্রোষিতভর্তৃকা

নানা কার্যবশাদ্ যস্যা দূরদেশং গতঃ পতিঃ।
সা মনোভবদুঃখার্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥

৮। স্বাধীনভর্তৃকা

কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্।
বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥

কয়েকটি বিশেষ শব্দের অর্থ

আপণ—দোকান।

ঈশানী—মহেশ্বরী, দুর্গা।

কলত্র—ভার্যা, দারা।

কটকামুখ—ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিবার এক বিশিষ্ট হস্তভঙ্গী। তর্জনী, মধ্যমা ও বৃদ্ধা অঙ্গুলীগুলির মধ্যে তীরের গোড়ার দিক ধরিয়া ছুঁড়িবার প্রণালী।

কাঞ্চী—কটিভূষণ, মেখলা।

কেশ গ্রহণ—রতিকালে মস্তকের কেশ আকর্ষণ।

ঘৃত-মধু—ঘৃত ও মধু মিশ্রিত হইলে অনিষ্টকর পদার্থে পরিণত হয়।

চোলি—কাঁচুলি।

ধারাযন্ত্র—জলযন্ত্র, ফোয়ারা।

নর্ম—প্রিয়। নর্মকথা, নর্মবাণী, নর্মসখা।

নীবিবন্ধ—একপ্রকার পরিধান-পদ্ধতিতে নারীরা নাভির নিকটে বস্ত্রের যে গ্রন্থি দেয়।

পত্রলেখা—স্তন, কপোল প্রভৃতি স্থানে অলকা-তিলকার প্রসাধন।

পদ্মরাগমনি—চুণী।

পুষ্পবতী—ঋতুমতী রমণী। এই কালে অন্যের অস্পৃশ্যা।

ফল্গু—স্বনামখ্যাত অন্তঃসলিলা নদী।

বন্দনমালা—উৎসব সময়ে বহির্দ্বারে দোদুল্যমান মঙ্গলসূচক পুষ্পমাল্য।

মার, মীনধ্বজ—মদন দেবতা। এঁর রথধ্বজে মকর বা মৎস্য-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে বলিয়া।

মুগ্ধধুনী—[মুগ্ধধিনী, মুগ্ধধনী]—মুগ্ধা নায়িকা-বিশেষ। প্রণয়ীর প্রতি যার একান্ত বিশ্বাস থাকে।

মুক্তাহার—(১) মুক্ত+আহার। মুক্ত—পরিত্যক্ত হইয়াছে আহার যে জনের, অর্থাৎ সন্ন্যাসী। (২) মুক্তার মালা।

মৌর্বী—ধনুকের ছিলা। মূর্বা ঘাসে তৈরী হয় বলিয়া।

রতিবন্ধ—কামশাস্ত্রোক্ত ষোড়শ প্রকার রমণ-প্রণালী।

শিথান—মাথার বালিশ।

সীৎকার—বরাঙ্গনাগণের মুখনিঃসৃত সুখব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি।

হাল্‌কা ফিকিরে—তুচ্ছ একটা অজুহাতে।

‘এ’-কারের উচ্চারণ

‘এ’-কারের উচ্চারণ দু’রকম। বিশুদ্ধ বা দীর্ঘ। বিকৃত বা হ্রস্ব। বিকৃত উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে বন্ধনীর মধ্যের হরফ [ে] দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ‘যেন’ আর ‘যেন’ এই দুইটি ছাপা দেখলে কথাটা স্পষ্ট হ’বে।



স্বী কৃ তি

অমরুশতক বইখানির অনুবাদ করতে সাহায্য নিয়েছি পুনা হ'তে প্রকাশিত চিন্তামন রামচন্দ্র দেবধর সম্পাদিত বেমভূপাল কৃত শৃঙ্গার দীপিকার, আর বম্বের নির্ণয়সাগর প্রেস হ'তে প্রকাশিত অর্জুনবর্মদেব প্রণীত রসিক সঞ্জীবিনীর। বম্বের প্রবোধরত্নাকর মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রিত জ্ঞানানন্দ কৃত, শৃঙ্গার ও শান্ত রসদ্বয়বোধি কামদয়া টীকা আর মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির বাংলা পদ্যে অনুবাদও দেখেছি।

শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ আর শ্রীযুক্ত রামধন শাস্ত্রী পণ্ডিত মহাশয় দু'জন উপদেশ দানে যথেষ্ঠ অনুগৃহীত করেছেন।

বইয়ের ভিতরের ছোট ছবিগুলি কন্যাকল্পা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সীমা সরকার এম. এ-র তুলিকা-প্রসূত।

ছাপার কাজে যত্ন নিয়েছেন কল্যাণীয় শ্রীমান তৃপ্তিকুমার মিত্র ও সুদিনকুমার মিত্র।

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আযৌবন পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর নবলব্ধ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে দুজনে দুটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাতে বইখানির গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্তরের কৃতজ্ঞতা, আশীর্বাদ আর প্রীতি রইল যথাযোগ্য স্থানে।

শ্রীবামাপদ বসু